জেন্ডার সমতা এবং সামাজিক অন্তর্ভুক্তি কর্মপরিকল্পনা (জিইএসআইএপি)

সহায়িকা

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি)
নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নয়ন কর্মসূচি (আইইউজিআইপি)

জেন্ডার সমতা ও সামাজিক অন্তর্ভুক্তি কর্মপরিকল্পনা (জিইএসআইএপি)

সহায়িকা

সহায়িকা প্রণয়নঃ

গভর্নেন্স ইম্প্রুভমেন্ট এ্যান্ড ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট (জিআইসিডি)
কনসালটেন্সি সার্ভিসেস, (আইইউজিআইপি)

প্রকাশনা

মে ২০২৪

সার্বিক নির্দেশনা

মোঃ আব্দুল বারেক, প্রকল্প পরিচালক
নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (আইইউজিআইপি)
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি)

সার্বিক তত্ত্বাবধান

আজাহার আলী, টিম লিডার, জিআইসিডি
নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (আইইউজিআইপি)
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি)

পরিকল্পনা ও লিখন

নিলুফার ইয়াসমিন, জেন্ডার ডেভেলপমেন্ট এ্যান্ড পোভার্টি এলিভিয়েশন স্পেশালিস্ট
নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (আইইউজিআইপি), এলজিইডি

সহযোগিতা

কাজী লিয়াকত আলী, ইনক্লুসিভ ডেভেলপমেন্ট স্পেশালিস্ট

এন এন নাসরীন, জুনিয়র জিডিপিএ স্পেশালিস্ট

সুমনা মোস্তফা, জুনিয়র জিডিপিএ স্পেশালিস্ট
নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (আইইউজিআইপি), এলজিইডি

কাভার ডিজাইন ও প্রুফরিডিং

খান মো. রবিউল আলম, ডকুমেন্টেশন এ্যান্ড কমিউনিকেশন স্পেশালিস্ট
নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (আইইউজিআইপি), এলজিইডি

কম্পিউটার কম্পোজ

পিয়াল ইসলাম, ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট অ্যাসোসিয়েট
নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (আইইউজিআইপি), এলজিইডি

মুদ্রণ

রাজু প্রিন্টিং প্রেস
১৩/১, আর.এন.ডি. রোড, লালবাগ, ঢাকা
মোবাইল : ০১৭১৫-০০৪২৩৫
টেলিফোন : ০২- ২২৩৩৬৭৩১৩

প্রধান প্রকৌশলী
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

মুখবন্ধ

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) দেশের অন্যতম বৃহৎ প্রকৌশল সংস্থা। এলজিইডির মূল লক্ষ্য হলো পল্লি, নগর ও পানিসম্পদ সেক্টর উন্নয়নের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জন ও দারিদ্র্য হ্রাসে সহায়তা করা। গত শতাব্দীর ৬০-এর দশকে পল্লীপূর্ত কর্মসূচির মধ্য দিয়ে এলজিইডি গ্রামীণ সড়ক উন্নয়ন কার্যক্রম শুরু করে, পরবর্তী সময়ে যা নগর ও পানিসম্পদ সেক্টরে বিস্তৃত হয়। এলজিইডির কার্যক্রম দেশের সার্বিক অগ্রগতিতে বিশেষ ভূমিকা রাখছে।

বাংলাদেশে নগরায়ণ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে। জনগণের মধ্যে শহরমুখী হওয়ার প্রবণতা বাড়ছে। বর্তমানে দেশে ১২টি সিটি কর্পোরেশন ও ৩২৯টি পৌরসভা রয়েছে। নগর বা শহরে শতকরা প্রায় ৪০ ভাগ মানুষ বাস করে। অচিরেই তা শতকরা ৫০ ভাগে উন্নীত হবে বলে অনুমান করা হচ্ছে। এ অবস্থায় নগরবাসীদের উন্নত সেবা প্রদান সিটি কর্পোরেশন বা পৌরসভাসমূহের কাছে বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠছে। নগর অবকাঠামো ও পরিচালন ব্যবস্থার উন্নয়ন ছাড়া উন্নত নাগরিক সেবা প্রদান সম্ভব নয়। পরিকল্পিত নগরায়ণের জন্য পৌরসভাসমূহের সক্ষমতা উন্নয়নের বিকল্প নেই। পৌরসভাসমূহের সক্ষমতা উন্নয়নে এলজিইডি গত শতাব্দীর ৮০-র দশকের মাঝামাঝি থেকে কাজ করছে। ১৯৮৫ সালে ৫টি পৌরসভা নিয়ে পরীক্ষামূলকভাবে ইউনিসেফের সহায়তায় “বস্তি উন্নয়ন প্রকল্প” (এসআইপি) বাস্তবায়নের মাধ্যমে এলজিইডি নগর সেক্টর নিয়ে কার্যক্রম শুরু করে। উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা ও বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে নগর অবকাঠামো ও পরিচালন ব্যবস্থা উন্নয়নে এলজিইডি বেশ কিছু প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে।

নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (আইইউজিআইপি) এলজিইডির একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প। এ প্রকল্পের চতুর্থ পর্যায়ের কাজ শুরু হয়েছে। আইইউজিআইপি প্রকল্পের উদ্দেশ্য হলো–পরিকল্পিত উপায়ে টেকসই নগরায়ণ এগিয়ে নেওয়া, নগর পরিচালন ব্যবস্থা, অবকাঠামো উন্নয়ন এবং মানবসম্পদের সক্ষমতা বৃদ্ধি। পাশাপাশি উন্নয়ন কার্যক্রমে নাগরিক, নারী ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ ও অন্তর্ভুক্তি, রাজস্ব আয় বৃদ্ধি, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা ও পরিষেবার মান উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে।

এলজিইডি জেন্ডার সমতা ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে উন্নয়নের মূলধারায় সম্পৃক্ত করতে সূচনালগ্ন থেকে কাজ করছে। এলজিইডি গত শতাব্দীর ৭০-এর দশকে উন্নয়ন কাজে নারীদের অন্তর্ভুক্তি ও ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে কার্যক্রম শুরু করে। এ লক্ষ্যে ১৯৯৫ সালে এলজিইডিতে মহিলা প্রকৌশলী ফোরাম গঠন করা হয়। ১৯৯৭ সালে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালা প্রণীত হলে জেন্ডার উন্নয়নের বিষয়টি অধিকতর গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনার লক্ষ্যে ২০০০ সালে প্রতিষ্ঠা করা হয় এলজিইডি জেন্ডার ও উন্নয়ন ফোরাম। এলজিইডি নারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও প্রণোদনা প্রদানের মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল হতে সহায়তা করছে। ২০১০ সাল থেকে এলজিইডি পল্লি, নগর ও পানিসম্পদ সেক্টরের আওতায় পরিচালিত কার্যক্রমে অংশ নিয়ে যে সকল নারী আত্মনির্ভরশীল হচ্ছেন তাঁদের সম্মাননা দিয়ে আসছে। একই সঙ্গে, সমাজের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে উন্নয়নের মূলধারায় সম্পৃক্ত করতে এলজিইডি বহুমাত্রিক কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

আমি জেনে আনন্দিত হয়েছি যে, নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় জেন্ডার সমতা এবং সামাজিক অন্তর্ভুক্তি কর্মপরিকল্পনা (জিইএসআইপিএ) বাস্তবায়ন নির্দেশিকা প্রণয়ন করা হয়েছে। এ নির্দেশিকার উপর ভিত্তি করে পৌরসভার মহিলা ও শিশু বিষয়ক স্থায়ী কমিটি ও পৌরসভার জনপ্রতিনিধিদের একদিনব্যাপী প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে, যা প্রশিক্ষণার্থীদের জেন্ডার সমতা প্রতিষ্ঠা এবং পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে উন্নয়নের মূলধারায় সম্পৃক্তকরণের গুরুত্ব, পদ্ধতি ও করণীয় সম্পর্কে দক্ষতা বাড়াবে।

পৌরসভার জন্য এ প্রশিক্ষণ সহায়িকা প্রণয়নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। বিশেষত নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (আইইউজিআইপি)-এর গভর্নেন্স ইম্প্রুভমেন্ট এ্যান্ড ক্যাপাসিটি ডেভেলমেন্ট (জিআইসিডি) কনসালটেন্সি সার্ভিসের কর্মকর্তা যাঁরা নিষ্ঠা ও পেশাদারি উৎকর্ষের সঙ্গে সহায়িকাটি প্রণয়ন করেছেন তাঁদের সাধুবাদ জানাচ্ছি। পরিশেষে, এ প্রশিক্ষণ সহায়িকার সফল বাস্তবায়ন আশা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আলি আখতার হোসেন

প্রকল্প পরিচালক
নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (আইইউজিআইপি)
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

প্রাককথন

কর্মসংস্থানের জন্য প্রতিনিয়ত গ্রাম থেকে মানুষ নগর বা শহরের দিকে ধাবিত হচ্ছে। আর তাই নগরগুলোতে মানুষের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে। বর্তমানে বাংলাদেশে নগর হিসেবে ১২টি সিটি কর্পোরেশন ও ৩২৯টি পৌরসভা রয়েছে। দেশের বৃহত্তম পৌরসভা বগুড়া এবং সবচেয়ে পুরোনো পৌরসভা যশোর। সর্বশেষ পৌরসভা সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগর পৌরসভা। বাংলাদেশের প্রায় ৪০% মানুষ এখন নগরে বসবাস করে। খুব শীঘ্রই এটা ৫০% হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। নগরের এই ক্রমবর্ধমান মানুষের চাপ সামাল দিয়ে নাগরিক সেবা প্রদান বড় ধরনের চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমাদের যেকোনো চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হলে প্রথমে নিজেকে উন্নয়নমনস্ক হিসেবে তৈরি করতে হবে। প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের ক্ষেত্রেও মানুষের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি একটি গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ। মানুষের মধ্যে সচেতনতা এমনভাবে সৃষ্টি করতে হবে যেন তা মনে গেঁথে যায়, এটি করতে পারলে প্রত্যেক মানুষই একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করবে।

বিভিন্ন স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে পৌরসভা অন্যতম। নগরবাসীর জন্য উন্নত মানের সেবা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে পৌরসভা অবকাঠামোগত উন্নয়নসহ বিভিন্ন ধরনের উন্নয়ন ও সেবামূলক কাজ বাস্তবায়ন করে থাকে। এ সকল কাজ বাস্তবায়নের জন্য পৌরসভার পরিচালন ব্যবস্থা উন্নত হতে হবে। পরিচালন ব্যবস্থার উন্নয়ন ও দক্ষতা বৃদ্ধির আওতায় পৌরসভাসমূহে পরিচালন ব্যবস্থার উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ, আর্থিক ব্যবস্থাপনা, নিজস্ব রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি, রেকর্ডপত্রাদির সংরক্ষণের বিষয়াবলি উন্নয়নের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধির কোনো বিকল্প নাই। সেবামূলক প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিভিন্ন কর্তব্য ও দায়িত্ব পালন করে পৌরসভা নগরবাসীর কাঙ্ক্ষিত সেবা নিশ্চিত করে থাকে। উন্নয়নমুখী, সেবামূলক ও একটি কার্যকর প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তুলতে হলে পৌরসভা পরিচালনার সাথে যুক্ত সকলকে পৌর আইন ও বিধি বিষয়ে সম্যক ধারণা ও জ্ঞান থাকা প্রয়োজন।

পৌরসভায় বসবাসরত নারী ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে উন্নয়নের মূলধারায় সম্পৃক্তকরণ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। নারী ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে উন্নয়নে জেন্ডার সমতা ও সামাজিক অন্তর্ভুক্তি কর্মপরিকল্পনা (জিইএসআইএপি) প্রণয়ন করা হয়েছে। এ কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে একটি সহায়িকা প্রণীত হয়েছে, যা পৌরসভার দক্ষতা বৃদ্ধিতে বিশেষ ভূমিকা রাখবে।

উল্লেখ্য, আইইউজিআইপি প্রকল্প, নগর পরিচালন ব্যবস্থার কার্যকর ও টেকসই উন্নয়নের জন্য জিআইসিডি পরামর্শকগণের মাধ্যমে পৌরসভার সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়তা দিয়ে আসছে। এ সহায়িকাটি হালনাগাদ করার ক্ষেত্রে আইইউজিআইপি প্রকল্পে নিয়োজিত জিআইসিডি টিম লিডার জনাব আজাহার আলী এবং সংশ্লিষ্ট পরামর্শকগণ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছেন। আমি তাঁদের ধন্যবাদ জানাই। আশা করি, এ সহায়িকাটি প্রশিক্ষণ প্রদান ও পৌরসভার সংশ্লিষ্ট জনপ্রতিনিধিদের দক্ষতা উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আব্দুল বারেক

সূচিপত্র

ক্রঃ নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
০১	ভূমিকা	১১
০২	প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য	১১
০৩	নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (আইইউজিআইপি)-এর উদ্দেশ্য	১১
০৪	**জেন্ডার সমতা বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারের এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে গৃহীত নীতিমালা**	১২
	৪.১ নারী উন্নয়নে আন্তর্জাতিক ও জাতীয় পর্যায়ে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ	১৩
০৫	**জেন্ডার বিষয়ক ধারণা**	১৬
	৫.১ জেন্ডার	১৭
	৫.২ জেন্ডার বিভিন্নতা	১৭
	৫.৩ জেন্ডার অসমতাজনিত প্রভাব	১৭
	৫.৪ জেন্ডার ভূমিকা	১৮
	৫.৫ নারী-পুরুষের অবস্থা এবং অবস্থান	১৯
০৬	**জেন্ডারভিত্তিক চাহিদা ও স্বার্থ (Gender Based Needs & Interest)**	২১
	৬.১ সম্পদ ও সুবিধায় প্রবেশাধিকার এবং নিয়ন্ত্রণ (Access to & Control Over Resources & Services)	২২
	৬.২ জেন্ডার সমতা ও সাম্য (Gender Equality and Equity)	২৩
	৬.৩ জেন্ডার বিশ্লেষণ (Gender Analysis)	২৫
	৬.৪ অংশগ্রহণ ও সিদ্ধান্তগ্রহণের মাধ্যমে ক্ষমতায়ন (Empowerment through Participation & Decision Making)	২৬
	৬.৫ উন্নয়নের মূলধারায় জেন্ডার সমতা অন্তর্ভুক্তি (Gender Mainstreaming in Development)	২৭
০৭	**জেন্ডার সমতা ও নারীর অগ্রগতি**	২৮
	৭.১ সামাজিক অন্তর্ভুক্তকরণ	২৮
০৮	**নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (আইইউজিআইপি)-এর জেন্ডার কার্যক্রম**	২৯
	৮.১ জেন্ডার সমতা এবং সামাজিক অন্তর্ভুক্তি পরিকল্পনায় (জিইএসআইএপি) নিম্নলিখিত বিয়য়গুলোকে প্রাধান্য দেয়	৩০
০৯	পৌরসভা পর্যায়ে জেন্ডার সমতা এবং সামাজিক অন্তর্ভুক্তি কর্মপরিকল্পনা তৈরি করার পদক্ষেপসমূহ	৩০
১০	পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনায় জেন্ডার সমতা এবং সামাজিক অন্তর্ভুক্তি কর্মপরিকল্পনা (জিইএসআইএপি) সংযোজন	৩১
১১	পৌরসভা কমিটিতে নারীর অবদান ও অংশগ্রহণ	৩১
১২	**সংযোজনী**	৩৮
	সংযুক্তি জেন্ডার সমতা এবং সামাজিক অন্তর্ভুক্তকরণ কর্মপরিকল্পনা (জিইএসআইএপি)	৩৮

নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (আইইউজিআইপি)
জেন্ডার সমতা এবং সামাজিক অন্তর্ভুক্তি কর্মপরিকল্পনা (জিইএসআইএপি) প্রশিক্ষণের সময়সূচি

সময় : ২ দিন

১ম দিন

সময়	বিষয়	প্রশিক্ষক/সহায়ক
০৯:০০-০৯:৪০	• রেজিস্ট্রেশন • পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত • পরিচয়পর্ব • স্বাগত বক্তব্য • প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য ও এজেন্ডা উপস্থাপন • বক্তব্য • উদ্বোধনী বক্তব্য	- প্রকল্প পরিচালক/ প্রকল্প ব্যবস্থাপক, IUGIP, এলজিইডি। - নিবাহী প্রকৌশলী, আঞ্চলিক অফিস, এলজিইডি। - তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, আঞ্চলিক অফিস, এলজিইডি। - অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, এলজিইডি।
০৯.৪০-১০:০০	**চা বিরতি**	
১০:০০-১১:৩০	**জেন্ডার ধারণা** • প্রাক-প্রশিক্ষণ মূল্যায়ন • জেন্ডার সম্পর্কে প্রশিক্ষণার্থীদের ধারণা • জেন্ডার বলতে কি বুঝায় • জেন্ডারসমতা ও সাম্যতা • জেন্ডার মেইনস্ট্রিমিং ও সামাজিক অন্তর্ভুক্তি	- Community Participation and Inclusive Development Specialist, GICD, IUGIP - জিডিপিএ স্পেশালিস্ট, GICD, IUGIP, এলজিইডি
১১:৩০-১২:৩০	• জেন্ডার সমতা বিষয়ে বাংলাদেশ সরকার ও আন্তর্জাতিক নীতিমালা • জেন্ডার সমতা ও সামাজিক অন্তর্ভুক্তি কর্মপরিকল্পনা-এর বিভিন্ন ধাপসমূহ।	- জিডিপিএ স্পেশালিস্ট/RC (CM)/জুনিয়র জিডিপিএ স্পেশালিস্ট GICD, IUGIP, এলজিইডি।
১২:৩০-০১:৩০	মহিলা ও শিশু বিষয়ক স্থায়ী কমিটি (WCA), টিএলসিসি, ডব্লিউসি, পিআরএসআই এবং ওয়ার্ড কমিটি'র আকার, গঠন ও কার্যপরিধি	RC (CM) /জুনিয়র জিডিপিএ স্পেশালিস্ট GICD, IUGIP, এলজিইডি
০১:৩০-০২:৩০	**মধ্যাহ্ন বিরতি**	
০২:৩০-০৩:৩০	• যোগাযোগের কৌশল • উঠান বৈঠক ও র‍্যালি আয়োজন	জিডিপিএ স্পেশালিস্ট, RC (CM) /জুনিয়র জিডিপিএ স্পেশালিস্ট GICD, IUGIP, এলজিইডি।
০৩:৩০-০৪:০০	GESIAP বাস্তবায়নে কর্মপরিকল্পনা ও বাজেট	জিডিপিএ স্পেশালিস্ট, GICD, IUGIP, এলজিইডি

২য় দিন

সময়	বিষয়	প্রশিক্ষক
০৯:০০-১০:০০	**জেন্ডার ধারণা ও সংক্ষিপ্তাবৃত্তি** • পূর্বদিনের আলোচনা	RC (CM)/জুনিয়র জিডিপিএ স্পেশালিস্ট GICD, IUGIP, এলজিইডি
		জিডিপিএ স্পেশালিস্ট/RC (CM), GICD, IUGIP, এলজিইডি
১০:০০-১০:২০	**চা বিরতি**	
১০:২০-১১:২০	IUGIP প্রকল্পের আওতায় জেন্ডার সমতা ও সামাজিক অন্তর্ভুক্তি কর্মপরিকল্পনা (GESIAP) প্রণয়ন	Gender Specialist (Consultant) Asian Development Bank Bangladesh Residence Mission
	দলীয় কাজ.....	Gender Specialist (Consultant) Asian Development Bank Bangladesh Residence Mission
১১:২০-০১:০০	দলীয়কাজ উপস্থাপনা ও GESIAP খসড়া চূড়ান্তকরণ	Gender Specialist (Consultant) Asian Development Bank Bangladesh Residence Mission
০১:০০-০২:০০	**মধ্যাহ্ন বিরতি**	
০২.০০-০৩:০০	IUGIP-প্রকল্পের আওতায় GESIAP বাস্তবায়ন • UGIAP এবং GESIAP বাস্তবায়ন • GESIAP বাস্তবায়নের উল্লেখযোগ্য দিকসমূহ। • নেতৃত্ব, নেতৃত্বের গুণাবলী এবং নেতার দায়িত্ব।	- জিডিপিএ স্পেশালিস্ট, GICD, IUGIP, এলজিইডি। RC (CM) /জুনিয়র জিডিপিএ স্পেশালিস্ট GICD, IUGIP, এলজিইডি।
০৩.০০-০৩:৪০	কর্মপরিকল্পনা (ত্রৈমাসিক, বার্ষিক), মনিটরিং ও রিপোর্টিং GESIAP বাস্তবায়নে মনিটরিং ও রিপোর্টিং	- জিডিপিএ স্পেশালিস্ট/ RC (CM) /জুনিয়র জিডিপিএ স্পেশালিস্ট GICD, IUGIP, এলজিইডি।
০৩:৪০-০৪:০০	**উন্মুক্ত আলোচনা**	
০৪:০০-০৪:৩০	**সমাপনী বক্তব্য এবং চা বিরতি**	

Acronyms and Abbreviations

ADB	Asian Development Bank
AFD	Agence Française de Développement
CEDAW	Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women
GESIAP	Gende and Social Inclusion Action Plan
GICD	Governance Improvement and Capacity Development
IUGIP	Improving Urban Governance and Infrastructure Project
IGA	Income Generating Activity
LGED	Local Governance Engineering Department
LIN	Lower Income Neighborhood
LINI	Lower Income Neighborhood Improvement
LINIC	Lower Income Neighborhood Improvement Committee
MDGs	Millenium Development Goals
NGO	Non-governmental Organization
O & M	Operations and Maintenance
PDP	Paurashava Development Plan
PIU	Project Implementation Unit
PMU	Project Management Unit
PRAP	Poverty Reduction Action Plan
PRSP	Poverty Reduction Strategy Paper
PR & SI	Poverty Reduction and Slum Improvement
SDGs	Sustainable Development Goals
STC	Standing Committee
TLCC	Town Level Coordination Committee
UDHR	Universal Declaration of Human Rights
WCAC	Women and Children Affairs Committee
WC	Ward Committee
WLCC	Ward Level Coordination Committee
WWC	Woman Ward Councilor

১. ভূমিকা

নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প এলজিইডির একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প। এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য হলো পরিকল্পিত উপায়ে নগর পরিচালন ও অবকাঠামোর মান উন্নয়ন ও মানবসম্পদের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে টেকসই নগরায়ণ ত্বরান্বিত করা। পাশাপাশি পৌরসভার উন্নয়ন কার্যক্রমে নাগরিক, নারী ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা যাতে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি এবং নাগরিক পরিষেবার মান বৃদ্ধি পায়। সরকার ও উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা উন্নয়ন কার্যক্রমে নারীর অংশগ্রহণ গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করছে। এদেশের জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক নারী। নারীদের উন্নয়নের মূলস্রোত ধারায় সম্পৃক্ত না করা গেলে জাতীয় অগ্রগতির কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জন সম্ভব নয়। বর্তমান সরকারের বহুমাত্রিক কার্যক্রমের ফলে দেশে নারী উন্নয়নের ক্ষেত্রে অনেক ইতিবাচক পরিবর্তন এসেছে।

কিন্তু নারীর উন্নয়নে আমাদের আরও কাজ করার সুযোগ রয়েছে। বিশেষত নগর বা পৌর এলাকায় বসবাসরত নারীদের উন্নয়ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা গেলে টেকসই ও সমতাভিত্তিক উন্নয়ন গতিশীল হবে। একই সঙ্গে পৌরসভায় বসবাসরত সুবিধাবঞ্চিত ও প্রান্তিকজনগোষ্ঠী যারা উন্নয়নের মূলধারা থেকে কিছুটা দূরে তাদের অন্তর্ভুক্তি ও গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, বাংলাদেশের জাতীয় উন্নয়নের অন্যতম দর্শন হলো ''কাউকে পেছনে রাখা যাবে না''। এ বাস্তবতায় পৌরসভায় বসবাসরত নারী ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে উন্নয়নের মূলধারায় সম্পৃক্ত করতে আইইউজিআইপির আওতায় জেন্ডার সমতা ও সামাজিক অন্তর্ভুক্তি কর্মপরিকল্পনা (জিইএসআইএপি) প্রণয়ন করা হয়েছে। এ কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে একটি সহায়িকাও প্রস্তুত করা হয়েছে, যা উপর্যুক্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নে পৌরসভার দক্ষতা বৃদ্ধিতে বিশেষ ভূমিকা রাখবে। জেন্ডার সমতা ও সামাজিক অন্তর্ভুক্তি গতিশীল করতে নতুন মাত্রা যোগ করবে।

২. কোর্সের উদ্দেশ্য

কোর্সের তাৎক্ষণিক উদ্দেশ্য

উদ্দেশ্য-০১
জেন্ডার ধারণা, সমতা ও সাম্য ব্যাখ্যা করতে পারবে

উদ্দেশ্য-০২
জিইএসআই সমতা এবং নারীর উন্নয়ন ব্যাখ্যা করতে পারবে

উদ্দেশ্য-০৩
জেন্ডার সমতা বিষয়ে সরকারের নীতিমালা ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হবে

উদ্দেশ্য-০৪
আইইউজিআইপির জিইএসআই কর্মপরিকল্পনা ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হবে

উদ্দেশ্য-০৫
কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে পৌরসভার ভূমিকা বর্ণনা করতে পারবে

উদ্দেশ্য-০৬
কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া বর্ণনা করতে পারবে

দীর্ঘমেয়াদি উদ্দেশ্য

অংশগ্রহণকারীগণ বাস্তব জীবনে জিইএসআইএপি বিষয়ক যেকোনো ইস্যুতে কার্যকর ভূমিকা পালন করবে এবং নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (আইইউজিআইপি)-এর আওতায় পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনায় (পিডিপি) জিইএসআইএপি বিষয়ক নীতিমালার প্রতিফলন ঘটবে।

৩. নগর পরিচালন এবং অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প আইইউজিআইপি-এর উদ্দেশ্য

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন নিয়ে কাজ শুরু করলেও বর্তমানে নগর উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা রাখছে। সম্প্রতি বাংলাদেশ সরকার, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি), এএফডি-এর আর্থিক সহায়তায় নগর পরিচালন এবং অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (আইইউজিআইপি) গ্রহণ করেছে। নগর সুপরিচালনের মাধ্যমে মানবসম্পদ উন্নয়নসহ টেকসই ভৌত অবকাঠামো সুবিধাদির উন্নয়নই এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য।

নগরায়ণ উন্নয়নের একটি ধাপ হলেও, অপরিকল্পিত এবং অনিয়ন্ত্রিত নগর টেকসই উন্নয়নে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে এবং বিভিন্নভাবে পরিবেশ নষ্ট করে নাগরিক সমাজের স্বাস্থ্যের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। যেহেতু পৌরসভাসমূহ নাগরিক জীবনে খুবই সীমাবদ্ধ সুবিধা দান করে, স্বাভাবিকভাবে সেখানকার অধিবাসীরা জীবিকার তাগিদে বড় শহরগুলোতে চলে আসে। বাংলাদেশে দু'টি বড় মহানগরী ঢাকা ও চট্টগ্রামে বেশিরভাগ অভিবাসীর চাপ পড়ে। বাংলাদেশে একটি ভারসাম্যপূর্ণ নগরায়ণ এবং মহানগরীসমূহের সম্পদ ও অবকাঠামোর উপর অসহনীয় চাপ কমানোর লক্ষ্যে, পৌরসভাগুলোকে সমৃদ্ধ করা দরকার যেন সেটা গতিশীল এবং জনগণের জন্য বাসযোগ্য হয়, যাতে করে সেখানে তাদের জন্য বাড়ি, শিক্ষা, নলবাহিত পানি, বিদ্যুৎ, পয়ঃনিষ্কাশন এবং উন্নত সেবা নিশ্চিত হয়। ফলে তাদের রাজধানীমুখী হবার প্রবণতা কমে।

বর্তমানে পৌরসভাসমূহ সুনির্দিষ্টভাবে দরিদ্র শ্রেণির মানুষদের জন্য মৌলিক অবকাঠামো এবং প্রয়োজনীয় সেবা প্রদান করতে সক্ষমতার বাইরে রয়েছে। কেবল সহজভাবে সড়ক তৈরি, পানির পাইপ বসানো, নর্দমা নির্মাণ, স্যানিটারি ল্যাট্রিন বসানো, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সুবিধা দান, বিদ্যালয় এবং স্বাস্থ্য ক্লিনিক প্রতিষ্ঠায় যথেষ্ট নয়। অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় যে নগরের অবকাঠামো উন্নয়ন ও সেবা প্রদান তখনই টেকসই হয়, যখন পৌরবাসীর অংশগ্রহণে সঠিক পরিকল্পনা, গতিশীল কর প্রদান ব্যবস্থা, ব্যক্তিখাতের অংশগ্রহণ এবং পরিচালন ব্যবস্থার সংস্কার একই সাথে যুক্ত হয়। বাংলাদেশ সরকারের দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্রের রূপরেখা অনুযায়ী নগর পরিচালন ব্যবস্থার উন্নয়ন করা তাই একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

নগর পরিচালন এবং অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (আইইউজিআইপি) স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প। অবকাঠামো উন্নয়নের তহবিল সুবিধা প্রাপ্তির লক্ষ্যে নারী ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণসহ প্রকল্পের আওতায় মোট ৬৩টি পৌরসভায় সুনির্দিষ্টভাবে পরিচালন ব্যবস্থাপনার উন্নয়নসহ অংশগ্রহণমূলক নগর পরিকল্পনার মাধ্যমে পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করা।

পৌরসভা পর্যায়ে জেন্ডার সমতা ও সামাজিক অন্তর্ভুক্তি বিষয়গুলোকে পৌরসভার সামগ্রিক পরিচালনায় অন্তর্ভুক্ত করে সেবা কর্মসূচি পরিচালনা করার জন্য একটি জেন্ডার সমতা ও সামাজিক অন্তর্ভুক্তি কর্মপরিকল্পনা (জিইএসআইএপি) প্রণয়ন করা হয়েছে। পৌরসভার সকল পর্যায়ে নারী-পুরুষ সমতা অর্জনের অগ্রগতি নির্ভর করে (জিইএসআইএপি)-এর সফল ও কার্যকর বাস্তবায়নের উপর। জিইএসআইএপি-এর সঠিক বাস্তবায়ন হলে আশা করা যায় পৌর এলাকার নারী-পুরুষ পৌরসভা প্রদত্ত সেবাসমূহ থেকে সমভাবে উপকৃত হবে এবং সুষম উন্নয়নে অগ্রগতি হবে। তাই এ প্রকল্পে নারী-পুরুষের সমতা ও অন্তর্ভুক্তকরণের বিষয়গুলোকে অধিক গুরুত্ব দিয়ে জেন্ডার সমতা ও সামাজিক অন্তর্ভুক্তি কর্মপরিকল্পনা (জিইএসআইএপি) অন্তর্ভুক্ত করে এই নির্দেশিকাটি জিইএসআইএপি-এর সুষ্ঠু বাস্তবায়নের জন্য প্রণীত হয়েছে।

৪. জেন্ডার সমতা বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারের এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে গৃহীত নীতিমালা

নারীসমাজের অগ্রগতি এবং জেন্ডার সমতার পক্ষে বাংলাদেশ সরকারের দৃঢ় অঙ্গীকার রয়েছে। বিশ্বের অন্যান্য সরকারসমূহের মতো বাংলাদেশ সরকারও মানবাধিকার অর্জন, দারিদ্র্য বিমোচন এবং দেশে টেকসই আর্থিক ও সামাজিক উন্নয়নের জন্য নারীর অগ্রগতি এবং জেন্ডার সমতার পক্ষে স্বীকৃতি দিয়েছে। সমতার এই অধিকার সাংবিধানিকভাবে নিশ্চিত করা হয়েছে। নারীর অধিকার এবং জেন্ডার সমতা প্রতিষ্ঠায় বিভিন্ন আন্তর্জাতিক কনভেনশন ও নীতিমালাসমূহে বাংলাদেশ সরকারের জোরালো সমর্থন রয়েছে। যেমন–

- Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW, 1984)
- Beijing Platform for Action (1995)
- Millenium Development Goals (MDG, 2000-2015)
- Sustainable Development Goals (SDG, 2016-2030)

এছাড়াও বাংলাদেশ সরকার বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সহায়তা প্রদানকারী দেশসমূহের সাথে সমন্বয় রেখে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ ঘোষণা করেছে। এই নীতি অনুসারে সকল ক্ষেত্রে নারীর অগ্রসর হওয়ার পথে যেসব বাধা রয়েছে তা চিহ্নিতকরণ ও দূরীকরণের প্রচেষ্টাসমূহকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে।

১৯৯৫ সালে চীনের বেইজিং-এ অনুষ্ঠিত চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলনের নীতিমালা অনুসরণে এবং জাতীয় নীতিমালার প্রায়োগিক রূপরেখা হিসেবে বাংলাদেশ সরকার ১৯৯৭ সালে নারী উন্নয়নে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করেছেন, যা স্পষ্টভাবে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও কর্তৃপক্ষের কার্যাবলির ক্ষেত্র চিহ্নিত করেছে।

বাংলাদেশ দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্র (পিআরএসপি)-এ নারীর ক্ষমতায়ন বিষয়টি বিশেষ প্রাধান্য পেয়েছে। নারী উন্নয়নে জাতীয় নীতিমালাসমূহ উন্নয়নের ক্ষেত্রে নারীর ভূমিকাকে কেবল উপকারভোগী হিসেবে নয়, বরং, পরিবর্তনের এজেন্ট বা অনুঘটক হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে এবং নারী-পুরুষের সমতা বিধানকে একটি উদ্দেশ্য হিসেবে চিহ্নিত করেছে। "পরিবর্তনের এজেন্ট" বলতে তাদেরকে বোঝায় যারা সামাজের কোনো না কোনো পরিবর্তন নিয়ে আসে। নারী উন্নয়নের নীতিমালাসমূহ পরিচালন ব্যবস্থা উন্নয়ন প্রসঙ্গে দুটি বিষয়কে গুরুত্ব দেয়– প্রথমত, স্থানীয় সরকার আইনে নারীদের চাহিদা, ইচ্ছা ও অগ্রাধিকার বিষয়ে সাম্য ও সমতার পদক্ষেপসমূহ অন্তর্ভুক্ত করা; এবং দ্বিতীয়ত, স্থানীয় সরকারের সকল পর্যায়ে নারীদের পর্যাপ্ত প্রতিনিধিত্বের সুযোগ দেওয়া।

৪.১ নারী উন্নয়নে আন্তর্জাতিক ও জাতীয় পর্যায়ে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ

জেন্ডার সমতায়নে আন্তর্জাতিক সনদ/ অঙ্গীকারসমূহ

সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা ১৯৪৮

জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ ১৯৪৮ সালের ১০ই ডিসেম্বর সর্বজনীন মানবাধিকারের ঘোষণা [Universal Declaration of Human Rights (UDHR)] দেয়। এই ঘোষণায় ৩০টি অধিকারের কথা বলা হয়।

নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সংক্রান্ত সনদ (সিডও) ১৯৭৯

১৯৭৯ সালের ১৮ ডিসেম্বর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে সিডও সনদ প্রণীত ও গৃহীত হয়। এই (CEDAW-Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women) সনদের মূল লক্ষ্য হলো মানুষের মৌলিক অধিকার, মর্যাদা এবং মূল্যবোধের ক্ষেত্রে নারী এবং পুরুষের সমতার নিশ্চয়তা বিধানের আবশ্যকীয়তা তুলে ধরা এবং নারীর অধিকারকে মানবাধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দান করা। এর মূল বিষয় হলো :

- সমাজ, সভ্যতার বিকাশ ও উন্নয়নে যুগ যুগ ধরে নারী সমাজ যে গঠনমূলক ভূমিকা পালন করে আসছে তার যথাযথ স্বীকৃতি।
- সমাজ, রাষ্ট্র তথা সমস্ত বিশ্বের শান্তি ও উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় সকল ক্ষেত্রে নারী এবং পুরুষের মধ্যে সমতা স্থাপন করা।
- মানুষ হিসেবে নারীর নিজের উন্নয়ন ও বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় পরিবেশ তৈরি করা। এর জন্য আইন প্রণয়ন, প্রচলিত আইনের সংস্কার এবং আইন প্রয়োগের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি তথা প্রশাসনিক ভিত্তি তৈরি করা।

সিডও (CEDAW) সনদ ৩০টি ধারা সম্বলিত। ০১ থেকে ১৬ ধারা নারী ও পুরুষের সমতা সম্পর্কিত, ১৭ থেকে ২২ ধারা সিডও (CEDAW) কর্মপন্থা ও দায়িত্ব সম্পর্কিত এবং ২৩ থেকে ৩০ ধারা সিডও (CEDAW) প্রশাসন সংক্রান্ত।

নারী ও পুরুষের সমতা সম্পর্কিত ০১ থেকে ১৬ ধারায় বর্ণিত করণীয়গুলো নিম্নরূপ :

১. নারীর প্রতি বৈষম্যের ধারণা সুস্পষ্টকরণ
২. বৈষম্য বিলোপ করে নারী-পুরুষের মধ্যে সমতা স্থাপনের নীতিমালা স্থাপন
৩. নারীর মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণ
৪. নারী-পুরুষের মধ্যে সমতা আনয়নে সাময়িক ও বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ
৫. নারী-পুরুষের প্রচলিত ভূমিকা ও কর্মকাণ্ডভিত্তিক নেতিবাচক সংস্কৃতি পরিবর্তন করা

৬. নারী পাচার, দেহ ব্যবসা ও নারী দেহের অপব্যবহার দূরীকরণ
৭. রাজনীতি ও জনজীবনের সর্বত্র নারীর অংশগ্রহণের সমঅধিকার নিশ্চিতকরণ
৮. আন্তর্জাতিক পর্যায়ে দেশের প্রতিনিধিরূপে নারীর অংশগ্রহণের সুযোগ প্রদান
৯. নারীর জাতীয়তা ও নাগরিক অধিকার প্রতিষ্ঠা
১০. সকল ধরনের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণে নারীর সমান অধিকার প্রতিষ্ঠাকরণ
১১. চাকরি, কর্মসংস্থান ও কর্মক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠাকরণ
১২. নারীর জন্য মাতৃত্বকালীন পুষ্টিসহ স্বাস্থ্য সেবা প্রদান
১৩. অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্তিতে নারীর সমান অধিকার সুরক্ষিতকরণ
১৪. পল্লী নারীর উন্নয়ন এবং পল্লী উন্নয়নে তাদের সমঅংশীদারিত্ব নিশ্চিতকরণ
১৫. নারীর আইনগত ও নাগরিক সমঅধিকার প্রতিষ্ঠাকরণ
১৬. বিয়ে, বিয়ে বিচ্ছেদ, প্রজননসহ সকল ব্যক্তিগত ও পারিবারিক বিষয়ে নারী-পুরুষের সমঅধিকার ও পছন্দ-অপছন্দ নিশ্চিতকরণ

বেইজিং প্লাটফর্ম ফর অ্যাকশন ১৯৯৫

১৯৯৫ সালে বেইজিং-এ অনুষ্ঠিত নারী সম্মেলনে অংশগ্রহণকারীরা নারীসমাজের উন্নয়নের লক্ষ্যে উদ্বেগজনক ১২টি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র চিহ্নিত করেন যা নিম্নরূপ :

১. নারী ও দারিদ্র্য
২. নারী শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ
৩. নারী ও স্বাস্থ্য
৪. নারী ও অর্থনীতি
৫. নারী নির্যাতন
৬. নারী ও সশস্ত্র সংঘাত
৭. ক্ষমতা ও সিদ্ধান্তগ্রহণে নারী
৮. নারী উন্নয়নে প্রাতিষ্ঠানিক ম্যাকানিজম
৯. নারীর মানবাধিকার
১০. নারী ও প্রচার মাধ্যম
১১. নারী ও পরিবেশ
১২. মেয়ে শিশু

সহস্রাব্দ উন্নয়ন অভীষ্ট (মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল-এমডিজি) ২০০০

২০০০ সালের ডিসেম্বর মাসে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৫৫তম অধিবেশনে উন্নয়নশীল দেশগুলোর অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং দারিদ্র্য নিরসনের প্রয়াসে গৃহীত মিলেনিয়াম ঘোষণায় কয়েকটি লক্ষ্য বা গোল স্থির করা হয়, যা সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য (মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল বা এমডিজি) নামে পরিচিত। ২০১৫ সালের মধ্যে বিশ্ব থেকে ক্ষুধা-দারিদ্র্য দূরীকরণসহ শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের উন্নয়ন এবং জেন্ডার সমতা অর্জন এর মূল লক্ষ্য। এতে বিশ্বের দরিদ্র দেশগুলোতে জেন্ডার বৈষম্য দূর করার জন্য যেসব গোল বা লক্ষ্য স্থির করা হয়েছে তার অন্যতম হচ্ছে শিক্ষায় নারী-পুরুষ বা ছেলে-মেয়ের বৈষম্য হ্রাস। বিশ্বজুড়ে জেন্ডারকে উন্নয়নের মূলধারায় আনার জন্য মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল-এর মধ্যে সুনির্দিষ্টভাবে বলা হয়েছে জেন্ডার সমতার বিষয়টি। মোট ৮টি মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল-এর ৩ নং গোলটি হলো জেন্ডার সমতা ত্বরান্বিতকরণ এবং নারীর ক্ষমতায়ন।

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল-এসডিজি) ২০১৫

জাতিসংঘের সদস্য দেশগুলো গত ২৫ সেপ্টেম্বর ২০১৫ তারিখে ১৭টি (সতেরো) টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট নতুনভাবে নির্ধারণ করেছে। প্রতিটি অভীষ্ট অর্জনের নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে, যা পরবর্তী ২০৩০ সালের মধ্যে অর্জনের জন্য উল্লেখ করা হয়েছে। নির্ধারিত প্রতিটি টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনের জন্য সরকারি পর্যায় থেকে শুরু করে বেসরকারি পর্যায়, সুশীল সমাজ এবং একইসাথে সাধারণ জনগণকেও কার্যকর অংশগ্রহণের মাধ্যমে একত্রে কাজ করার জন্য উল্লেখ করা হয়েছে। টেকসই উন্নয়নের জন্য গৃহীত অভীষ্টগুলো (এসডিজি) নিম্নরূপ :

এসডিজি-০১	বিশ্বকে দারিদ্র্য মুক্ত করা
এসডিজি-০২	বিশ্বকে ক্ষুধা মুক্ত করা
এসডিজি-০৩	সুস্বাস্থ্য এবং মঙ্গল করা
এসডিজি-০৪	গুণগত শিক্ষার ব্যবস্থা করা
এসডিজি-০৫	জেন্ডার সমতা অর্জন করা
এসডিজি-০৬	পরিষ্কার পানীয় জল এবং স্যানিটেশনের ব্যবস্থা করা
এসডিজি-০৭	সাশ্রয়ী মূল্যে নির্ভরযোগ্য ও টেকসই শক্তির ব্যবস্থা করা
এসডিজি-০৮	ভালো কাজের ব্যবস্থা এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন করা
এসডিজি-০৯	শিল্প উদ্ভাবন এবং পরিকাঠামোর ব্যবস্থা করা
এসডিজি-১০	অসমতা হ্রাস করা
এসডিজি-১১	টেকসই শহর এবং সম্প্রদায়ের ব্যবস্থা করা
এসডিজি-১২	জবাবদিহিতার ভোগ্য উৎপাদন করা
এসডিজি-১৩	জলবায়ু পরিবর্তন প্রভাবের বিরুদ্ধে কাজ করা
এসডিজি-১৪	জলজ জীব (জলজ জীবের সংরক্ষণ এবং টেকসই ব্যবহার)
এসডিজি-১৫	স্থলজ জীব (প্রতিবেশ রক্ষা, সংরক্ষণ এবং এর টেকসই ব্যবহার, বনাঞ্চলের টেকসই ব্যবহার, মরুকরণ রোধ এবং ভূমিক্ষয় রোধ ও বন্ধ এবং জীববৈচিত্র্য ধ্বংস রোধ)
এসডিজি-১৬	শান্তি, ন্যায়বিচারসহ শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান তৈরি করা
এসডিজি-১৭	অভীষ্টের জন্য অংশীদারিত্ব তৈরি করা

জাতীয় পর্যায়ে গৃহীত নীতি ও পদক্ষেপসমূহ

বাংলাদেশের সংবিধান-

বাংলাদেশের সংবিধানে সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা এবং জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে নারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিতের বিষয়টি গুরুত্ব পেয়েছে। বাংলাদেশ সরকারের সংবিধানের তৃতীয় ভাগের নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদসমূহে জেন্ডার সমতার বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে :

অনুচ্ছেদ ১৯(১) : সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা নিশ্চিত করিতে রাষ্ট্র সচেষ্ট হইবেন।

অনুচ্ছেদ ১৯(২) : মানুষে মানুষে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অসাম্য বিলোপ করিবার জন্য, নাগরিকদের মধ্যে সম্পদের সুষম বণ্টন নিশ্চিত করিবার জন্য এবং প্রজাতন্ত্রের সর্বত্র অর্থনৈতিক উন্নয়নের সমান স্তর অর্জনের উদ্দেশ্যে সুষম সুযোগ-সুবিধাদান নিশ্চিত করিবার জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

অনুচ্ছেদ ১৯(৩) : জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে মহিলাদের অংশগ্রহণ ও সুযোগের সমতা রাষ্ট্র নিশ্চিত করিবেন।

অনুচ্ছেদ ২৭ : সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী।

অনুচ্ছেদ ২৮(১) : কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারীপুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করিবেন না।

অনুচ্ছেদ ২৮(২)	:	রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বস্তরে নারী পুরুষের সমান অধিকার লাভ করিবেন।
অনুচ্ছেদ ২৮(৩)	:	কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারীপুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে জনসাধারণের কোন বিনোদন বা বিশ্রামের স্থানে প্রবেশের কিংবা কোন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে ভর্তির বিষয়ে কোন নাগরিককে কোনরূপ অক্ষমতা, বাধ্যবাধকতা, বাধা বা শর্তের অধীন করা যাইবে না।
অনুচ্ছেদ ২৮(৪)	:	নারী বা শিশুদের অনুকূলে কিংবা নাগরিকদের যে কোন অনগ্রসর অংশের অগ্রগতির জন্য বিশেষ বিধান-প্রণয়ন হইতে এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করিবে না।
অনুচ্ছেদ ২৯(১)	:	প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদ-লাভের ক্ষেত্রে সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা থাকিবে।
অনুচ্ছেদ ২৯(২)	:	কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারীপুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিক প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদ-লাভের অযোগ্য হইবেন না কিংবা সেই ক্ষেত্রে তাঁহার প্রতি বৈষম্য প্রদর্শন করা যাইবে না।
অনুচ্ছেদ ৩২	:	আইনানুযায়ী ব্যতীত জীবন ও ব্যক্তিস্বাধীনতা হইতে কোন ব্যক্তিকে বঞ্চিত করা যাইবে না।

এ ছাড়াও নারীর উন্নয়নে প্রণীত হয়েছে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১। সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় এবং ভিশন ২০২১ এর নীতিতে উন্নয়ন কার্যক্রমের মূলস্রোতে নারীকে অন্তর্ভুক্ত করে নারীর সার্বিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করা, জেন্ডার সমতা অর্জন করা এবং নারীর ক্ষমতায়নের উল্লেখ রয়েছে। এ ছাড়াও জাতীয় শিশু নীতি ও জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিতে মেয়ে শিশুদের ব্যাপারে বেশ কিছু ইতিবাচক পদক্ষেপের বিষয়াদির উল্লেখ আছে। প্রণীত হয়েছে পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন ২০১০। সংসদে নারী আসন ৫০টিতে উন্নীত করা হয়েছে। সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য মাতৃত্বকালীন ছুটির মেয়াদ সবেতনে ০৬ মাসে বর্ধিত করা হয়েছে।

৫. জেন্ডার বিষয়ক ধারণা

বিভিন্ন দেশের সংস্কৃতিক পরিবেশ, শ্রেণি, বয়স ও সময় অনুসারে নারী-পুরুষের কাজের গ্রহণযোগ্য বিভাজন করা হয়। এটা প্রায়শই পরিবর্তনশীল এবং পরিবারের অবস্থা ও প্রয়োজন অনুসারে হয়ে থাকে। সমাজ যখনই মাতৃতান্ত্রিক থেকে পিতৃতান্ত্রিক রূপ নিল তখন থেকেই নারীর পিছিয়ে পড়ার ইতিহাস শুরু। আর এই ইতিহাসের পথ ধরে নারী-পুরুষের ভূমিকাগত অবস্থানের ক্ষেত্রে সামাজিক আকাঙ্ক্ষায় ব্যাপক ভিন্নতা/বৈষম্য দেখা দিল। সমাজ ও কাল ভেদে এর ধরন ও তীব্রতায় পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। আজ থেকে ১০০ বছর আগে আমাদের সমাজে নারীর ভূমিকা যেমন ছিল সে অনুযায়ী তাদের ঘরের বাইরে যাবার, স্কুলে-কলেজে পড়ার, চাকরি করার কোনোই সুযোগ ছিল না। তাদের এই ভূমিকা সময়ের সাথে পরিবর্তিত হয়েছে।

যখন বেগম রোকেয়া প্রথম মুসলিম নারী হয়ে বাংলা ও ইংরেজি শেখেন এবং মুসলমান মেয়েদের জন্য পড়াশুনার সুযোগ সৃষ্টি করে দেন, তখন আমাদের সমাজ প্রথমে এই পরিবর্তন ভালো চোখে না দেখলেও সময়ের সাথে সাথে এর সুফল বুঝতে পারে এবং এই পরিবর্তনকে মেনে নেয়। একইভাবে আমাদের হিন্দু সমাজ সতীদাহ প্রথা পরিবর্তন করতে বাধ্য হয় যখন রাজা রামমোহন রায় এই প্রথার সংস্কার করতে সমাজকে বাধ্য করেন। আমাদের সমাজ এখন এই পরিবর্তনের সুফল সম্পূর্ণভাবে ভোগ করছে। আবার অনেক সময় প্রয়োজন অনুসারেও নারী-পুরুষের কাজের বিভাজন হয়। যেমন, পরিবারের কোনো পুরুষ সদস্যের অসুস্থতা বা অনুপস্থিতি, অর্থের প্রয়োজন, কোনো স্থানীয় উন্নয়ন প্রকল্পের প্রভাব, শিক্ষা ইত্যাদি কারণেও নারীরা ঘরের বাইরে আসে এবং উপার্জন করে।

প্রকৃতঅর্থে, নারীরা ঘরে বসে রান্না-বান্না থেকে শুরু করে শিশু প্রতিপালন ও যাবতীয় যে সকল সাংসারিক কাজকর্ম করে থাকে তার কোনো আর্থিক মূল্যায়ন তো হয়ই না উপরন্তু তারা অনেক সময় ঘরে বসেও সমাজ ও পরিবারের জন্য সামাজিক ও অর্থনৈতিক কল্যাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। কিন্তু তাদের কাজকে সাধারণত কম মূল্য দেওয়া হয়। যখন তারা পুরুষের মতো বাইরে কাজ করে তখনও অনেক ক্ষেত্রেই তাদের কাজের মর্যাদা ও বিনিময়মূল্য কম ধরা হয় এবং প্রায়শ তা জাতীয় আয়ের মাপকাঠি থেকে বাদ দেওয়া হয়। এসব কারণের উপর ভিত্তি করে আমরা বলতে পারি, আমাদের সমাজে নারীদের কাজের ধরন ও পরিমাণ উভয়ই সমাজের কাছে প্রায়ই অদৃশ্য থাকে। আর এই কারণেই দরকার নারী-পুরুষের সমতা, যার মাধ্যমে নারী পুরুষ উভয়েই পৌরবাসী হিসেবে এবং রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে, সব সুযোগ-সুবিধা সমানভাবে ভোগ করতে পারবে।

৫.১ জেন্ডার

জেন্ডার একটি ইংরেজি শব্দ যার অর্থ বাংলা ব্যাকরণে লিঙ্গ, কিন্তু সমাজবিজ্ঞানে বা উন্নয়ন ক্ষেত্রে জেন্ডার শব্দটি ভিন্ন অর্থে ব্যবহার করে। সাধারণভাবে জেন্ডার বলতে বোঝায় বালক-বালিকা কীভাবে সমাজে পুরুষ ও নারী হিসেবে বেড়ে ওঠে, তারা তাদের সংস্কৃতি অনুযায়ী দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করে সামাজিকভাবে বড় হয় এবং বিভিন্ন রকম আচরণ প্রকাশ করে। জীবন থেকে তাদের দু'জনেরই বিভিন্ন রকম অভিজ্ঞতা ও প্রত্যাশা থাকে। জেন্ডার নারী ও পুরুষের নিজস্ব আচরণসমূহ অনুধাবন করতে শেখায়। জেন্ডার শুধু নারীকে নয়, নারী ও পুরুষ উভয়কে অনুধাবন করতে শেখায়। জেন্ডার লিঙ্গ (সেক্স) থেকে ভিন্ন ধারণা, লিঙ্গ কেবল নারী-পুরুষের জৈবিক ব্যবধানকে বোঝায়। জেন্ডার বিষয়টি সংস্কৃতি এবং সময়ভেদে পরিবর্তিত হয়। এমনকি একই সংস্কৃতির মধ্যেও সময়ভেদে জেন্ডার পরিবর্তিত হয়, কিন্তু লিঙ্গ পরিবর্তিত হয় না। সমাজে নারী ও পুরুষের মধ্যে সব পার্থক্য লিঙ্গের বা জৈবিক বৈশিষ্ট্যের কারণে হয়নি, তাই জেন্ডার এবং লিঙ্গকে আপাতদৃষ্টিতে সমার্থক মনে হলেও উন্নয়নের ক্ষেত্রে এ দুইয়ের মাঝে রয়েছে বিস্তর পার্থক্য। জেন্ডার বিষয়ক দায়িত্ব ও সম্পর্ক (Roles and Relations) এক দেশের সাথে অন্য দেশের, গ্রামের পরিবারের সাথে নগরের শিক্ষিত পরিবারের, এমনকি বয়োজ্যেষ্ঠদের সাথে কনিষ্ঠদের ভিন্ন হতে পারে।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, বর্তমানে স্থানীয় ও কেন্দ্রীয় সরকারে নারীরা সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে এবং জনগণ নারীদের নেতৃত্ব গ্রহণ করছে যেটা কিনা বাংলাদেশের জন্মলগ্নের এভাবে আশা করা যায়নি।

সেক্স ও জেন্ডারের মধ্যে পার্থক্য

সেক্স	জেন্ডার
❖ নারী পুরুষের মধ্যকার শারীরিক/প্রাকৃতিক/জেবিক পার্থক্য	❖ নারী-পুরুষের মধ্যকার সামাজিক সম্পর্ক
❖ সর্বজনীন	❖ এক এক সমাজে এক এক রকম
❖ অপরিবর্তনীয়	❖ সময়ের সাথে পরিবর্তনশীল
❖ প্রাকৃতিকভাবে নির্ধারিত	❖ সমাজ থেকে অর্জিত

৫.২ জেন্ডার বিভিন্নতা

সমাজে নারী-পুরুষের (বালিকা-বালকদের) বিভিন্ন রকম দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে। যদিও বিষয়টি পরিবর্তনশীল, আমাদের সমাজে নারীরা প্রথাগতভাবে গৃহস্থালি কাজের দায়িত্ব বেশিরভাগ পালন করে থাকে। শিশু ও বয়োজ্যেষ্ঠদের দেখাশোনা এদের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। এছাড়াও তারা আয়-উপার্জনের জন্য কোনো কাজ বেছে নিলে বাড়িতে বসেই তা করতে পছন্দ করে যেন একই সাথে সে তার জন্য নির্দিষ্ট গৃহস্থালি কাজগুলো করতে পারে। সাংস্কৃতিক এবং ধর্মীয় বিধি-বিধান মেনে নারীরা পরিবারমুখী হয়ে থাকে। পুরুষেরা বাড়ির বাইরে অর্থনৈতিক ও সামাজিক কর্মকাণ্ডে বেশি যুক্ত হয় । নারী ও পুরুষ যদি উভয়ে বাইরে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত থাকে, তারপরেও নারীদেরকে গৃহের কাজসমূহ অবশ্যই করতে হয়। যদিও উভয়ের ভূমিকা ভিন্ন, কিন্তু নারী ও পুরুষ একে অপরের পরিপূরক। পরিবার ও সমাজের চাহিদা পূরণে উভয়েরই দরকার। কাজের ভিন্ন স্থান ও ভূমিকা থাকার জন্য পুরুষ ও নারীর জ্ঞান, দক্ষতা, চাহিদা, প্রয়োজনীয়তা, উপযোগিতা এবং অগ্রাধিকারে ভিন্নতা দেখা যায়। এজন্যই একজন মহিলা কাউন্সিলর পৌরসভার কারিগরি কর্মকাণ্ডে যেমন অবকাঠামো উন্নয়ন, পরিকল্পনা ও পরিবীক্ষণ, প্রকল্প প্রস্তাবনা ইত্যাদি বিষয়ে সম্পৃক্ত হওয়ার কম সুযোগ পান এবং একইভাবে তার জন্য নির্দিষ্ট সহজসাধ্য কাজগুলোর জন্য কম মূল্যায়ন পান।

৫.৩ জেন্ডার অসমতাজনিত প্রভাব

সমাজে নারী-পুরুষের মর্যাদা এবং অবস্থান সমান নয়। বাংলাদেশের সমাজ ব্যবস্থায় নগদ অর্থ উপার্জনের জন্য পুরুষের একটি নেতৃস্থানীয় ভূমিকা রয়েছে। সম্পদ ও তথ্য পাওয়াতে, সহজ ও স্বচ্ছন্দ চলাচলে, আইন ও শ্রম অধিকার রক্ষায়,

রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্বে এবং পারিবারিক ও অন্যান্য নির্যাতন থেকে নিজেকে রক্ষা করার ক্ষেত্রে নারীরা পুরুষের তুলনায় অনেক কম সুবিধা ভোগ করে থাকে। নারীরা সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী, নেতা এবং ব্যবস্থাপক কম হতে পারেন। এমনকি তারা নিজের মতামত প্রকাশ করতে, নিজের সিদ্ধান্তে অন্যকে প্রভাবিত করতে, যে কোনো উদ্যোগে ইতিবাচক অবদান রাখতে কম সুযোগ হয়। যদিও বাংলাদেশে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান এবং রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্বের ক্ষেত্রে নারীদের যথেষ্ট অগ্রগতি সাধিত হয়েছে, এরপরও সার্বিক অবস্থায় যথেষ্ট অসমতা রয়েছে। সমাজ এবং পরিবারে ভিন্ন ভিন্ন ভূমিকা ও অবস্থানের জন্য অধিকাংশ সরকারি নীতিমালা, কার্যক্রম, উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ নারী ও পুরুষের উপর ভিন্নভাবে প্রভাব ফেলে। নারীরা পুরুষের মতো একইভাবে সকল উন্নয়ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে অথবা কার্যক্রমের সুবিধা ভোগ করতে সক্ষম হয় না। নারীরা অনেক বেশি প্রতিবন্ধকতা মোকাবেলা করে এবং তাদের বিশেষ চাহিদাসমূহ অনেক ক্ষেত্রে বিবেচিত হয় না।

৫.৪ জেন্ডার ভূমিকা

সমাজে সাধারণত যে কাজ নারীরা বেশি করে তাকে নারীর কাজ/ ভূমিকা আর যে সকল কাজ পুরুষরা বেশি করে তাকে পুরুষের কাজ বলে। নারী-পুরুষের কার্যাবলিকেই নারী-পুরুষের ভূমিকা বলা হয়।

জেন্ডার ভূমিকা :

- উৎপাদনমূলক ভূমিকা;
- পুনরুৎপাদনমূলক ভূমিকা;
- সামাজিক ভূমিকা।

উৎপাদনমূলক কাজ বলতে বোঝায় সে সকল কাজকে যে সকল কাজের সাথে সরাসরি অর্থ আয়ের সম্পর্ক আছে কিংবা যে সকল কাজের বিনিময়মূল্য আছে। যেমন চাকরি, ব্যবসা, কৃষি-খামার ইত্যাদি।

- এ কাজে নগদ অর্থ আসে
- সম্মান, মর্যাদা পাওয়া যায়
- অর্জিত সম্পদের উপর নিয়ন্ত্রণ থাকে
- পুরুষেরা বেশি করে

এ সকল কাজ কারা বেশি করার সুযোগ পায়?

পুনরুৎপাদনমূলক কাজ বলতে সেই সকল কাজকে বোঝায় যে সকল কাজ জীবনধারণের জন্য বা বেঁচে থাকার প্রয়োজনে করতে হয়, যা থেকে সরাসরি নগদ অর্থ আসে না কিন্তু ব্যয় সাশ্রয় ঘটে সে কাজগুলোকে পুনরুৎপাদনমূলক কাজ বলে।

যেমন হাঁস-মুরগি, গরু-ছাগল পালন, আঙিনায় সবজি চাষ ইত্যাদি। এ সকল কাজ কারা বেশি করতে বাধ্য হয়?

এ কাজে :

- নগদ অর্থ আসে না
- সময় সাপেক্ষ
- পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রয়োজন মেটানোর জন্য আবশ্যক
- সাধারণত এ সকল কাজের অর্থনৈতিক মূল্যায়ন করা হয় না
- মেয়েরা বেশি করে
- পারিবারিক আত্মীয়তার কারণে নগদ অর্থ দেওয়া নেওয়া হয় না
- অন্য গৃহে এ কাজ করলে নগদ অর্থ বা বিনিময়মূল্য দেওয়া নেওয়ার প্রচলন আছে (যেমন গৃহপরিচারিকা যখন রান্না-বান্না বা গৃহস্থালির কাজকর্ম করে তখন তাকে বিনিময়মূল্য দেওয়া হয়)।

- দেখা যায় নারীদের উৎপাদনমূলক ভূমিকা/কাজ পুনরুৎপাদনমূলক কাজের আবরণে ঢাকা পড়ে যায়। যেমন নিজ সন্তানকে পড়ানোর কিংবা নিজগৃহে গৃহস্থালির কাজের কোনো বিনিময়মূল্য হয় না। অথচ এ কাজটি অন্য গৃহে করলে বিনিময়মূল্য পাওয়া যায়।
- পারিবারিক সম্পর্কের কারণে বিনিময়মূল্য নেয়ার প্রচলন নেই।

সামাজিক ভূমিকা

যে সকল কাজ সমাজের/গোষ্ঠীর স্বার্থে বা কল্যাণে সম্পাদন করা হয় তাকে সামাজিক কাজ বলা হয়। এ সকল কাজে সবসময় নগদ অর্থ বা সুবিধা নাও থাকতে পারে, তবে যথেষ্ট ক্ষমতা ও সম্মান পাবার সুযোগ আছে।

এ কাজগুলো আবার দুই রকমের হয় :

- সামাজিক ব্যবস্থাপনার কাজ : নিজ বা গোষ্ঠীর স্বার্থে স্বেচ্ছাশ্রমের মাধ্যমে রাস্তা মেরামত করা, জলাশয় রক্ষণাবেক্ষণ করা, বিয়ের কাজ করা ইত্যাদি।
- সামাজিক রাজনৈতিক কাজ/ভূমিকা: এলাকায় শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য গোষ্ঠীর কল্যাণে বিচার সালিশ করা, বিভিন্ন সামাজিক উন্নয়নের কর্মসূচিতে যোগ দেওয়া, সন্ত্রাস প্রতিরোধে কাজ করা, সিদ্ধান্ত দেওয়া, ইত্যাদি কাজ বা ভূমিকা পালন করাকে সামাজিক রাজনৈতিক কাজ বলা হয়। এ কাজগুলো কারা সাধারণত বেশি করে?

এই সকল ভূমিকা বা কাজের ক্ষেত্রসমূহে নারী-পুরুষের ভূমিকা, ভূমিকা রাখার সুযোগ ইত্যাদির ভিন্নতার কারণে সমাজে নারী-পুরুষের বাস্তব ও কৌশলগত চাহিদা এবং অবস্থা ও অবস্থানে পার্থক্য, বৈষম্য কিংবা বিভেদের সৃষ্টি হয়।

৫.৫ নারী পুরুষের অবস্থা এবং অবস্থান

গৃহস্থালি বা সাংসারিক কাজ, সন্তান লালন-পালন, খাবার তৈরি, পানি ও জ্বালানি সংগ্রহ, খাদ্য-পুষ্টি, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, প্রশিক্ষণ, সংসারের কাজের দায় দায়িত্ব বহন, আয় উপার্জন, দক্ষতা অর্জন, অবসরযাপন, বিনোদন, স্বাধীনতা, সামাজিক কর্মকাণ্ড অংশগ্রহণের সুযোগ সুবিধা, সভা সমাবেশ, মিছিল, বিচার-সালিশ, নাগরিক অধিকার, অর্থসম্পদের উপর অধিকার ও নিয়ন্ত্রণ, সিদ্ধান্তগ্রহণ, ক্ষমতা, মর্যাদা, মতামত ও সিদ্ধান্তপ্রদান, পছন্দ ইত্যাদি ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের মধ্যে বৈষম্য বিরাজমান।

‘অবস্থা’ ও ‘অবস্থান’ শব্দ দু’টির মাঝে যদিও সুস্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে তবু অনেক ক্ষেত্রেই শব্দ দু’টি সমার্থক হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এ ক্ষেত্রে অবস্থা হলো মানুষের বস্তুগত চাহিদার সঙ্গে সম্পর্কিত খাদ্য, পুষ্টি, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, আয়-উপার্জন ক্ষমতা, জীবনযাত্রার মান ইত্যাদি। আর অবস্থান হলো ক্ষমতা, নিয়ন্ত্রণ, সম্পদ, সিদ্ধান্ত গ্রহণ, অধিকার, পছন্দ, মর্যাদা ইত্যাদি। কারও অবস্থার উন্নয়ন ঘটলে তার অবস্থানের উন্নয়ন নাও ঘটতে পারে। সেজন্য দেখা যায় নারীর অবস্থার উন্নতি হলেও তার অবস্থানের কোনো উন্নতি ঘটেনি। তাই একজন স্বচ্ছল পরিবারের নারীর অবস্থা তুলনামূলকভাবে অনেক ভালো হলেও তার অবস্থান কিন্তু সমাজের অন্যান্য সাধারণ নারীর মতোই অধস্তন হতে পারে। এ জন্যেই নারী-পুরুষের অবস্থা বলতে বোঝায় তাদের বস্তুগত অবস্থা।

মানুষের অবস্থান ক্ষমতা, নিয়ন্ত্রণ, সম্পদে অধিকার, পছন্দ এবং মর্যাদার সাথে সরাসরি সম্পর্কযুক্ত। অবস্থান সমাজে বা পরিবারে নারী-পুরুষের মর্যাদা, ক্ষমতা অর্জন ও সিদ্ধান্তগ্রহণের স্বাধীনতা বিষয়ক বিষয়াবলির সমষ্টি। অতএব নারী ও পুরুষের অবস্থান বলতে তাদের ক্ষমতা অর্জন ও ব্যবহার, নিজ পছন্দ অনুযায়ী কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন এবং নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার অধিকারকে বোঝানো হয়ে থাকে। নারী-পুরুষের অবস্থা ও অবস্থান জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের সঙ্গে সবসময় সম্পর্কিত নয়। তাই দেখা যায় অবস্থার পরিবর্তন ঘটলে অবস্থানের পরিবর্তন নাও ঘটতে পারে। তবে অবস্থা ও অবস্থান কখনো কখনো পরিপূরকও হতে পারে।

নারী-পুরুষের পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে অবস্থা ও অবস্থানগত বৈষম্যমূলক উদাহরণসহ বর্ণনা

অবস্থা	নারী	পুরুষ
পরিবার	✪ গৃহস্থালি কাজের বোঝা বহন ✪ পুষ্টি, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, দক্ষতা অর্জন ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা কম ✪ অর্থ উপার্জনের সুযোগ কম ✪ দীর্ঘ কর্মদিবসের ধকল সহ্য করা ✪ অবকাশ-অবসরযাপন ও বিনোদনের সুযোগ কম ✪ অর্থ-সম্পদের উপর নিয়ন্ত্রণ নেই ✪ পারিবারিক সিদ্ধান্তগ্রহণ থেকে বঞ্চিত ✪ সামগ্রিক কাজ স্বীকৃত নয় ✪ সিদ্ধান্তগ্রহণ মতামত প্রদানের সুযোগ সীমিত ✪ নিজ পছন্দ থেকে নিজেই বঞ্চিত ✪ আয়ের উপর নিয়ন্ত্রণ নেই ✪ সর্বোপরি অবহেলিত, পরাধীন ও অধস্তন	✪ গৃহ ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব বহন ✪ পুষ্টি, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, দক্ষতা অর্জন ও শিক্ষণের সুযোগ সুবিধা বেশি ✪ অর্থ উপার্জনের সুযোগ বেশি ✪ তুলনামূলকভাবে কম দীর্ঘ কর্মদিবস ✪ তুলনামূলকভাবে অবকাশ-অবসরযাপন ও বিনোদনের সুযোগ বেশি ✪ সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকে ✪ পারিবারিক সিদ্ধান্তগ্রহণে মূল ভূমিকা রাখে ✪ সবসময়ই স্বীকৃত ✪ মতামত প্রদানে পূর্ণ সুযোগ রয়েছে ✪ নিজ পছন্দই প্রাধান্য পেয়ে থাকে ✪ পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকে ✪ স্বাধীন ও উর্ধ্বতন
সমাজ	✪ সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ এবং সুযোগ-সুবিধা সীমিত ✪ সভা, সমাবেশ, মিছিল, বিচার, সালিশ ইত্যাদি সামাজিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণের সুযোগ নেই বললেই চলে ✪ সামাজিক কার্যক্রমের নীতিনির্ধারণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুযোগ থেকে বঞ্চিত ✪ নানা বৈষম্যের শিকার ✪ সামাজিক নেতৃত্বে অনুপস্থিত ✪ ধর্মীয় গোঁড়ামির শিকার ✪ ক্ষমতা ও মর্যাদাহীন	✪ নারীর তুলনায় সামাজিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণের সুযোগ সুবিধা অনেক বেশি ✪ সভা, সমাবেশ, মিছিল, বিচার, সালিশ ইত্যাদি সামাজিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণের সুযোগ অনেক বেশি ✪ নীতিনির্ধারণে ও সিদ্ধান্তগ্রহণে মূল ভূমিকা পালন করে থাকে ✪ নারী-পুরুষের বৈষম্য নির্ধারণ করে ✪ নেতৃত্ব দানকারী ✪ ধর্মীয় গোঁড়ামিতে নারীকে আবদ্ধ রাখে ✪ বৈষম্য সৃষ্টিকারী ✪ ক্ষমতা ও মর্যাদাবান
রাষ্ট্র	✪ নাগরিক অধিকার ভোগের সুযোগ সীমিত ✪ ভোটাধিকার রাষ্ট্রীয়ভাবে স্বীকৃত তবে অনেক ক্ষেত্রে বাধাগ্রস্ত ✪ রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ড অংশগ্রহণের সুযোগ কম ✪ জাতীয় রাজনীতি ও অর্থনীতিতে অবদান রাখার সুযোগ নেই বললেই চলে ✪ জাতীয় শ্রম ক্ষেত্রে অংশগ্রহণের সুযোগ সীমিত ✪ রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ড, নীতিনির্ধারণ ও সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে অংশগ্রহণের সুযোগ কম	✪ নাগরিক অধিকার ভোগের সুযোগ বেশি ✪ ভোটাধিকার প্রয়োগে কেনো সমস্যা নেই ✪ রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের সুযোগ বেশি ✪ জাতীয় রাজনীতি ও অর্থনীতিতে অবদান রাখার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে ✪ জাতীয় অর্থনীতিতে মূল শ্রমশক্তি হিসেবে বিবেচিত হবার ক্ষেত্রে সুযোগ বেশি

৬. জেন্ডারভিত্তিক চাহিদা ও স্বার্থ (Gender Based Needs & Interest)

চাহিদা বলতে আমরা মানুষের জীবনধারণের জন্য অত্যাবশ্যকীয় উপকরণের প্রয়োজনীয়তাকে বুঝি। এসব চাহিদা সাধারণত স্বাভাবিক চাহিদা বা মৌলিক চাহিদা হিসেবে চিহ্নিত। সাধারণ চাহিদা ও জেন্ডার চাহিদার মধ্যে সুনির্দিষ্ট পার্থক্য রয়েছে। দেশ-কাল-পাত্র ভেদে অবস্থানগত পার্থক্য উন্নয়ন পরিলক্ষিত হলেও বিশ্বব্যাপী এখনো নারীরা পুরুষের তুলনায় অনেক পিছিয়ে রয়েছেন। এই পিছিয়ে থাকার কারণেই জেন্ডারভিত্তিক চাহিদা বিবেচনায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে নারীদের এবং পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর চাহিদা বিবেচিত হয়ে থাকে।

জেন্ডার চাহিদা প্রধানত দুটি কারণে বিবেচিত হয়ে থাকে–

প্রথমত : সমাজে প্রচলিত জেন্ডারভিত্তিক শ্রম বিভাজনের ফলে তিন ধরনের ভূমিকা (পুনরুৎপাদনমূলক, উৎপাদনমূলক, সামাজিক ব্যবস্থাপনামূলক) পালন করতে গিয়ে নারীকে এদের মধ্যে ভারসাম্য স্থাপন করতে হয়।

দ্বিতীয়ত : সুযোগ, অধিকার, অগ্রাধিকার, মর্যাদা, ক্ষমতা, সিদ্ধান্তগ্রহণ ও পছন্দের ক্ষেত্রে নারী, পুরুষ ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর মধ্যে অসমতা বিদ্যামান। এই বাস্তবতা থেকেই জেন্ডার চাহিদার উদ্ভব। জেন্ডার চাহিদা দুই ধরনের :

ক. বাস্তবমুখী জেন্ডার চাহিদা (Practical Gender Needs)
খ. কৌশলগত জেন্ডার স্বার্থ (Strategic Gender Interest)

ক. বাস্তবমুখী জেন্ডার চাহিদা (Practical Gender Needs)

প্রাত্যহিক জীবনযাপন ও কাজকর্ম সম্পাদনের বাস্তব সমস্যা থেকে উদ্ভূত হয় বাস্তবমুখী জেন্ডার চাহিদা। দৈনন্দিন কাজকর্ম করতে গিয়ে নারী বা পুরুষরা যেসব সমস্যার সম্মুখীন হন বাস্তবমুখী জেন্ডার চাহিদা তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। বাস্তবমুখী জেন্ডার চাহিদা পূরণের মাধ্যমে নারীর প্রচলিত জেন্ডার ভূমিকা পালন সহজতর হয়, দৈনন্দিন কাজের বোঝা হ্রাস পায় এবং জীবনযাপনের মান কিছুটা উন্নত হয়। বাস্তবমুখী জেন্ডার চাহিদা পূরণের কিছু নমুনা নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

- দূর থেকে খাবার পানি সংগ্রহের কষ্ট লাঘবের জন্য বাড়িতে টিউবওয়েল বা পাকা কুয়া স্থাপন;
- উন্নত চুলা সরবরাহের মাধ্যমে জ্বালানি ও শ্রমের সাশ্রয় করা;
- নিরাপদ মাতৃত্ব নিশ্চিত করার জন্য স্বাস্থ্য ও পুষ্টির লক্ষ্যে প্রসূতিসেবা ও পুষ্টি প্রশিক্ষণ প্রদান;
- উপার্জনমূলক কর্মকাণ্ডে নারীকে সম্পৃক্ত করে সংসারের অভাব দূর করা।

বাস্তবমুখী জেন্ডার চাহিদা পূরণের মাধ্যমে জীবনযাত্রার মান ও নারীর অবস্থার উন্নয়ন ঘটলেও পরিবারে ও সমাজে নারীর মর্যাদা বৃদ্ধি করে না। বাস্তবমুখী জেন্ডার চাহিদা সহজে পূরণ করা সম্ভব এবং এ চাহিদা পূরণের উপকরণ বা উপায়গুলো প্রত্যাহার করে নিলে নারীর অবস্থা আবার আগের মতো হয়ে পড়ে। বাস্তবমুখী চাহিদা ব্যক্তি বিশেষে ভিন্ন হয়।

খ. কৌশলগত জেন্ডার স্বার্থ (Strategic Gender Interest)

সমাজে পুরুষের তুলনায় নারীর পিছিয়ে পড়া অবস্থান পরিবর্তনের প্রয়োজন থেকে নারীর কৌশলগত জেন্ডার স্বার্থের উদ্ভব। নারীর তুলনামূলক পিছিয়ে পড়া অবস্থানের কারণ বিশ্লেষণ এবং তা মোকাবেলা করার জন্য কৌশলগত জেন্ডার স্বার্থ চিহ্নিত করা হয়। ক্ষমতা, অধিকার, মর্যদা, সিদ্ধান্তগ্রহণ, পছন্দ, সুযোগ প্রভৃতি ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের মধ্যকার বিদ্যমান অসমতা বা বৈষম্য দূর করার লক্ষ্যে যেসব চাহিদার উদ্ভব হয় সেগুলো হলো কৌশলগত জেন্ডার স্বার্থ বা চাহিদা।

সমাজে বিদ্যমান জেন্ডারভিত্তিক শ্রম বিভাগ, ক্ষমতা ও মর্যাদার বৈষম্য, সম্পদের অসম নিয়ন্ত্রণ, আইনি অসম অধিকার, শ্রমের অসম মজুরি, সম্পদের অসম মালিকানা, নিজ আয়ের ওপর নিয়ন্ত্রণহীনতা, নিজ দেহ ও প্রজননের নিয়ন্ত্রণাধিকারের অভাব, পারিবারিক নির্যাতন প্রভৃতি বিষয় কৌশলগত জেন্ডার চাহিদার সঙ্গে সম্পৃক্ত। সাধারণভাবে নারীরা চাহিদার কথা জানতে চাইলে বাস্তব চাহিদার কথা বলেন, কৌশলগত চাহিদা প্রায়ই অনেকে বুঝতেও পারেন না। এ চাহিদাগুলো কোনো

একজন নারীর নয় বরং কোনো গোষ্ঠীর সব নারী বা একটি বিশেষ দলের জন্য প্রযোজ্য। যেহেতু কৌশলগত জেন্ডার চাহিদা নারীর মর্যাদা, নিয়ন্ত্রণ, অধিকার, ক্ষমতা প্রভৃতি অর্জনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তাই এটি পূরণ করা প্রচলিত সমাজব্যবস্থায় কঠিন ও সময়সাপেক্ষ তবে অসম্ভব নয়।

সাধারণত নারী হওয়ার কারণে তাদের অনেক ক্ষেত্রে কম মজুরি দেওয়া হয়। পুরুষের সমান মজুরি নিশ্চিত করা গেলে তা নারীর কৌশলগত স্বার্থ অর্জনে সহায়ক হয়, যা ওই এলাকার সব নারীর জন্য প্রযোজ্য হয়। যেমন প্রতিরক্ষা বাহিনীতে নারীর অংশগ্রহণ যখন অনুমোদিত হয় তখন যোগ্যতাসম্পন্ন সব নারীর জন্য তা প্রযোজ্য হয়।

অতএব কৌশলগত জেন্ডার চাহিদায় পরিবর্তন আনা কঠিন ও সময়সাপেক্ষ হলেও এই পরিবর্তন সাধন সম্ভব। তবে এর জন্য প্রয়োজন বিশ্লেষণপ্রসূত পরিকল্পনা ও কর্মকাণ্ড।

বাস্তবমুখী জেন্ডার চাহিদা	কৌশলগত জেন্ডার চাহিদা
✪ তাৎক্ষণিক বা স্বল্পমেয়াদি; ✪ প্রত্যেক নারীর জন্য আলাদা; ✪ প্রত্যাহিক জীবনের প্রয়োজনভিত্তিক: খাদ্য, আয়, বাসস্থান, স্বাস্থ্য, শিশুশিক্ষা প্রভৃতি; ✪ নারীরা সহজেই চিহ্নিত করতে পারেন; ✪ সুনির্দিষ্ট সহায়তা দানের মাধ্যমে পূরণ করা সম্ভব: খাদ্য, পানি, স্বাস্থ্যসেবা প্রভৃতি।	✪ দীর্ঘমেয়াদি: ✪ সমাজের বিদ্যমান গোষ্ঠী বা জাতির প্রায় সব নারীর জন্য সমান; ✪ অধিনস্ত বা সুবিধাবঞ্চিত অবস্থানের সাথে সম্পর্কিত: ✪ দারিদ্র্য, সহিংসতার ঝুঁকি, সামাজিক বৈষম্য প্রভৃতি; ✪ নারীরা সবসময় তাদের অসুবিধা বা বঞ্চনার ক্ষেত্র বা প্রয়োজনীয় পরিবর্তনের কথা বলতে পারেন না; ✪ দীর্ঘমেয়াদি ও সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা নিতে হয়।
যেভাবে বাস্তব চাহিদা পূরণ করা যায়: ✪ নারীকে সুবিধাভোগী বা অংশগ্রহণকারী হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা; ✪ নারীর জীবনের অবস্থার পরিবর্তন ঘটানো; সাধারণত নারীর প্রচলিত ভূমিকা বা সম্পর্কের পরিবর্তন করে না।	**যেভাবে কৌশলগত স্বার্থ পূরণ করা যায়:** ✪ নারীকে পরিবর্তনের অনুঘটক বা সহায়ক হিসেবে অন্তর্ভুক্ত ও উন্নীত করা: ✪ সমাজের নারীর তুলনামূলক অবস্থানের পরিবর্তন ঘটানো: ✪ এগুলো পূরণের জন্য প্রয়োজন: সচেতনতা বৃদ্ধি, আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি, শিক্ষা, সংগঠন প্রভৃতি। নারীর ক্ষমতায়ন ঘটায় ও নারী পুরুষ সম্পর্কের মধ্যে পরিবর্তন আনে।

৬.১ সম্পদ ও সুবিধায় প্রবেশাধিকার এবং নিয়ন্ত্রণ (Access to & Control Over Resources & Services)

ক. প্রবেশাধিকার : সাধারণত প্রবেশাধিকার বলতে বোঝায় পরিবারে বা সমাজে যেসব সম্পদ ও সুবিধা বিদ্যমান তা ব্যবহারের সুযোগ। সচরাচর দেখা যায় পরিবারে খাদ্য, অর্থ, জমি, সম্পত্তি বা অন্যান্য সম্পদ ব্যবহারের সুযোগ নারী ও পুরুষের সমান হয় না। অনেক পরিবারেই খাদ্য বণ্টনের ক্ষেত্রে পুরুষের প্রতি পক্ষপাতিত্ব থাকে। তেমনই থাকে শিক্ষা ও কর্মসংস্থানে পুরুষের বেশি সুযোগ। মোবাইল ফোন বা এ জাতীয় যন্ত্রপাতি কিনে দেওয়ার ক্ষেত্রে বা ব্যবসার মূলধনের ক্ষেত্রে ছেলে সন্তানেরা অগ্রাধিকার পায়। এছাড়া সামাজিকভাবেও বেশ কিছু সুযোগ বা সুবিধার ক্ষেত্রে পক্ষপাতিত্ব থাকে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই নারী ও কন্যাশিশুর তুলনায় পুরুষ বা পুত্রশিশুরা সুবিধা ও সম্পদ ব্যবহারের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার লাভ করে।

খ. নিয়ন্ত্রণ : এরপরে আসে সম্পদে নিয়ন্ত্রণের কথা, প্রত্যেক মানুষই নিজস্ব পরিবার বা কর্মক্ষেত্রে বিভিন্ন সম্পদ কাজে লাগায়। তবে অনেক ক্ষেত্রে মানুষ তা ব্যবহারের সুযোগ পায় অর্থাৎ প্রবেশাধিকার লাভ করে কিন্তু এ ক্ষেত্রে তার নিয়ন্ত্রণ নাও

থাকতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, আজকাল অনেক নারী পরিবারের জমি ব্যবহার করে শাকসবজি বা অন্যান্য শস্য উৎপাদনের কাজে ব্যবহার করছেন। অর্থাৎ তার ব্যবহারের সুযোগ বা প্রবেশাধিকার আছে। কিন্তু জমিতে অন্য কাজ করা অথবা তা বন্ধক দিয়ে ঋণ দেওয়া বা বিক্রি করার ক্ষেত্রে তিনি পরিবারের পুরুষ বা অন্য কারো কাছ থেকে বাধা পেতে পারেন। যদিও ব্যাংকের দরজা সবার জন্য খোলা তবু নারীরা ঋণ নিতে গেলে জমির মালিকানা না থাকায় সেই সুবিধাগুলো তারা নিতে পারে না। অর্থাৎ নারী এই জমি ব্যাবহারের মাধ্যমে কিছু সুবিধা পেলেও সেটা তার নিয়ন্ত্রণে নেই। একইভাবে বহু নারী বিভিন্নভাবে আয়মূলক কাজে লিপ্ত হয়ে আয় করলেও তার আয় কীভাবে ব্যয় হবে তার ওপর নিজস্ব নিয়ন্ত্রণ নেই বা কম। অনেক পরিবারেই নারীর নিজ নামে জমি থাকলেও তার বিষয়ে সব সিদ্ধান্ত থাকে পুরুষের। সামাজিক ক্ষেত্রে দেখা যায়, স্থানীয় পর্যায়ে ভোটাধিকার সবার আছে কিন্তু নারীরা কাকে ভোট দেবেন তা অনেকসময় পুরুষেরা ঠিক করে দেন।

সম্পদ বা সুবিধায় ব্যবহার বা প্রবেশের সুযোগ থাকলেও নারীদের ক্ষেত্রে তা নিয়ন্ত্রণের অধিকার অনেক কম। তাই সম্পদ ও সুবিধা ব্যবহারের সুযোগই নয়, তার ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠায়ও সহায়তা করা দরকার হয়। যেমন নারী রক্ষণাবেক্ষণ কর্মীরা ব্যাংকের মাধ্যমে বেতন পাওয়ার ব্যবস্থা করার আগ পর্যন্ত প্রায়ই তাদের পরিবারের পুরুষেরা তাদের বেতন প্রথমেই নিয়ে নিতেন। ব্যাংক হিসাবে বেতন দেওয়ায় সেটা কিছুটা কমেছে। তাই এটি একটি বিশেষ ব্যবস্থা যা তার আয় নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করছে।

৬.২ জেন্ডার সমতা ও সাম্য (Gender Equality and Equity)

'জেন্ডার সমতা' ও 'জেন্ডার সাম্য' এ দুটি প্রত্যয় যদিও ভিন্ন অর্থ ও ব্যাখ্যা বহন করে কিন্তু বেশিরভাগ সময়েই এ দুটি প্রত্যয়কে একই অর্থে ব্যবহার করতে দেখা যায়। অর্থাৎ 'জেন্ডার সাম্য'র জায়গায় 'জেন্ডার সমতা' অথবা 'জেন্ডার সমতা'র জায়গায় 'জেন্ডার সাম্য'র ব্যবহার সচরাচরই দেখা যায়। কিন্তু এ দুইয়ের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে। কাজেই এ প্রত্যয় দুটির সংজ্ঞা সুস্পষ্ট হওয়া জরুরি, যাতে আমরা যথাযথ স্থানে এর সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে আমাদের সঠিক কর্মপন্থা গ্রহণ করতে পারি।

আমাদের সমাজ পিতৃতান্ত্রিক। এখানে প্রথাগতভাবে পুরুষরা অধিক মর্যাদা এবং সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে থাকেন। কাজেই পুরুষের মর্যাদার বিষয়টিকে আদর্শ মাপকাঠি হিসেবে ধরে নারীর মর্যাদার বিষয়টিকে বিবেচনা করা হয়। পুরুষের সমান মর্যাদা অর্জনের জন্য নারীর সুযোগসুবিধাদির ক্ষেত্রে বিদ্যমান বৈষম্যগুলো দূর করার বিষয়ই জেন্ডার সমতার মূলকথা। সমাজের সুবিধাবঞ্চিত, পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর সাথে সমাজের ভালো অবস্থানের জনগোষ্ঠীর মধ্যকার ব্যবধান দূর করার বিষয়টিও এর আলোচ্য। তবে ভিন্ন অর্থ থাকা সত্ত্বেও 'জেন্ডায় সাম্য' ও 'জেন্ডার সমতা' এ প্রত্যয় দুটোর উদ্দেশ্য এক ও অভিন্ন। প্রকৃতপক্ষে জেন্ডার সমতা অর্জনের জন্য উন্নয়ন ব্যবস্থাপনায় 'জেন্ডার সাম্য' একটা পন্থা হিসেবে গ্রহণ করা হয়। প্রত্যয় দুটোর ব্যাখ্যা নিচে দেওয়া হলো।

ক. 'জেন্ডার সমতা' (Gender Equality)

আমাদের সমাজে সাধারণত নারী ও পুরুষ ভিন্ন ভিন্ন ভূমিকা পালন করে। তারা তিন রকম কাজ করে, যথা উৎপাদনমূলক কাজ, পুনরুৎপাদনমূলক কাজ ও সামাজিক কাজ। এর মধ্যে উৎপাদনমূলক কাজের বিনিময়ে অর্থ পাওয়া যায় এবং সম্পদ ও সম্মান অর্জন করা যায়। সামাজিক কাজও সম্মান ও খ্যাতি বয়ে আনে। কিন্তু পুনরুৎপাদনমূলক কাজের সরাসরি বিনিময় মূল্য না থাকায় এ ভূমিকাতে সম্পদ বা সম্মান পাওয়া যায় না। আবহমান কাল ধরে নারীরা পুনরুৎপাদনমূলক কাজ করে আসছেন। অন্যদিকে, পুরুষেরা উৎপাদনমূলক ও সামাজিক কাজে অগ্রণী ভূমিকা রাখছেন। ফলে সম্পদ, মান, সম্মান, মর্যাদা সব ক্ষেত্রে পুরুষেরা এগিয়ে আছেন। নারী, পুরুষের এ ভিন্ন ভূমিকা পালনের কিংবা ভূমিকা পালনের সুযোগের ভিন্নতার পরিপ্রেক্ষিতে নারী-পুরুষের মধ্যে সম্পদ, মান-সম্মান, মর্যাদায় ব্যাপক অসমতা পরিলক্ষিত হয়। জেন্ডার সমতা এরূপ অসমতা কাটিয়ে সমঅবস্থানের কথা বলে।

"জেন্ডার সমতা" বলতে বোঝায় মান, সম্মান, সম্পদ, মর্যাদা, অধিকার সব ক্ষেত্রে নারী/বালিকা/কিশোরী/কন্যাশিশু ও পুরুষ/ বালক/কিশোর/পুত্রশিশু সবারই সমান সুযোগ থাকবে ও সমফলাফল পাবে। শুধু লিঙ্গের কারণে এসব ক্ষেত্রে নারী, পুরুষের সমান সুযোগ পাবে না বা পুরুষ থেকে পিছিয়ে থাকবে, তা নয়। অর্থাৎ লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্য না করে নারী ও পুরুষ সকল ক্ষেত্রে সমান মর্যাদা ও অধিকার ভোগ করলেই তাকে জেন্ডার সমতা বলা হয়। আমাদের সংবিধানেও এ বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। 'জেন্ডার সমতা' এ প্রত্যয়ের মাধ্যমে কেবল নারী বা কেবল পুরুষের অধিকারের বিষয় বোঝায় না। এটি নারী ও পুরুষ মৌলিক, সাংবিধানিক ও সামাজিক অধিকার ও মর্যাদা সমানভাবে ভোগ করবে বলে নির্দেশ করে। রাষ্ট্র, সমাজ ও পরিবারে নারী ও পুরুষের যদি ভারসাম্যময় অবস্থা ও অবস্থান তৈরি হয় তাকে জেন্ডার সমতা বলা যেতে পারে। অর্থাৎ সমাজ ও রাষ্ট্র তার সব সদস্য/নাগরিককে যেসব অধিকার ও সুযোগ প্রদান করছে তা নারী ও পুরুষ সমভাবে ভোগ করতে পারলে জেন্ডার সমতা প্রতিষ্ঠিত হবে। কেবল তা-ই নয়, জেন্ডার সমতা ধনী, দরিদ্র, ভিন্নভাবে সক্ষম ব্যক্তি, প্রান্তিকতা, প্রভৃতি নির্বিশেষে সবার সমসুযোগ ও সমমর্যাদার কথা বলে।

আমরা জানি নারী ও পুরুষের চাহিদায় রয়েছে কিছু ভিন্নতা। এছাড়া প্রথাগত ভূমিকা পালন করতে গিয়ে এবং সামাজিক প্রথার কারণে নারীরা প্রদত্ত সব সুযোগ নিতে পারে না। সাধারণত নীতিনির্ধারণ থেকে শুরু করে তার বাস্তবায়ন পর্যন্ত সকল পর্যায়ে মূলত পুরুষেরা কাজ করে থাকে। ফলে নীতি ও ব্যবস্থায় প্রায়ই নারীদের চাহিদা প্রতিফলিত হয় না, যার দরুন অনেক ক্ষেত্রে নীতি বা সুযোগ সুবিধা সমতা সহায়ক হয় না বা নারীর জন্য বাস্তব উপযোগী হয় না। তাই, উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সুফল নারীরা পুরুষের মতো ভোগ করতে পারে না। এসব কারণেই নারীরা সমান আইন ও সুযোগ থাকা সত্ত্বেও শিক্ষা, কর্মসংস্থান, আয় ইত্যাদি বিষয়ে পিছিয়ে থাকে।

উদাহরণ হিসেবে একটি সাইক্লোন শেল্টারের বিষয় আমরা ভাবতে পারি। দুর্যোগপূর্ণ পরিস্থিতিতে নারী-পুরুষ, শিশু-বৃদ্ধ, ভিন্নভাবে সক্ষম ব্যক্তি নির্বিশেষে যে যার শক্তি অনুযায়ী দ্রুত সাইক্লোন শেল্টারে প্রবেশ করে। সেখানে প্রবেশের সিঁড়ি যদি উঁচু হয় তবে পুরুষের তুলনায় উচ্চতায় খাটো নারী এবং তার সঙ্গের ছোট শিশুসন্তানকে নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে ওঠা তার জন্যে অনেক কঠিন হয়। তাছাড়া রেলিং বা র‍্যাম্পের অভাবে ভিন্নভাবে সক্ষম ব্যক্তি অথবা বৃদ্ধ নারী-পুরুষ উভয়েই সেটি সহজে ব্যবহার করতে পারেন না। আবার শেল্টারে যদি পৃথক শৌচাগার না থাকে তবে পুরুষের সামনে সেসব শৌচাগার ব্যবহার নারীর জন্য বেশ অস্বস্তিকর। সেখানে অনেক গর্ভবতী নারীও থাকেন যাদের হঠাৎ শেল্টারে প্রসববেদনা উঠতে পারে কিন্তু পৃথক কক্ষ না থাকলে পুরুষের সামনে সন্তানপ্রসব করা মনস্তাত্ত্বিকভাবে নারীকে দুর্বিষহ পরিস্থিতির ভেতর ফেলে।

এসব বিবেচনায় সাইক্লোন শেল্টার থাকা সত্ত্বেও নারী, শিশু, বৃদ্ধ বা ভিন্নভাবে সক্ষম ব্যক্তিগণের বিশেষ চাহিদাসমূহ বিবেচনার অভাবে তারা সেই অবকাঠামোর সঠিক সুযোগ-সুবিধা নিতে পারেন না। অনেকে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ঘরে থেকে যান এবং পরিণতিতে অনেকেই দুর্ভোগে পড়েন বা নির্মম মৃত্যুর মুখোমুখি হন। পিছিয়ে পড়া দুর্যোগপূর্ণ এলাকার সকল ব্যক্তির জন্য সাইক্লোন শেল্টারটি নির্মিত হলেও বিশেষ এবং গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থাদির অনুপস্থিতিতে অনেক নারী, বৃদ্ধ এবং ভিন্নভাবে সক্ষম ব্যক্তি সাইক্লোন শেল্টার ব্যবহারের সুযোগ বা অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। অর্থাৎ এই অবকাঠামো ব্যবহারের সুযোগের পরিপ্রেক্ষিতে জেন্ডার সমতা নিশ্চিত হয়নি বরং প্রকট অসমতা বিরাজমান। কাজেই জেন্ডার সমতা আনয়নে বিভিন্ন শ্রেণি ও বয়সের মানুষের চাহিদার বিষয়টি বিবেচনায় আনতে হবে। যখন সকলেই উন্নয়ন থেকে সমান ফলাফল, সম্মান ও মর্যাদা পাবে তখন জেন্ডার সমতা অর্জনের দিকে অগ্রগতি হচ্ছে বলে বোঝা যাবে।

খ. 'জেন্ডার সাম্য' (Gender Equity)

জেন্ডার সমতা নিশ্চিত করার যে প্রক্রিয়া বা পন্থা তাকে বলা হয় জেন্ডার সাম্য। বিশেষ ব্যবস্থা নিয়ে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে এগিয়ে আনার প্রচেষ্টাই হলো সাম্য। এর অপর নাম ন্যায্যতা। যার কম আছে তাকে একটু বেশি দেওয়া, অর্থাৎ যার যে রকম প্রয়োজন তাকে সে রকম সহায়তা দেওয়া তথা প্রয়োজন অনুযায়ী দেওয়া। সাম্য বা ন্যায্যতার মাধ্যমেই আসে সমতা।

সামাজিক ও অর্থনৈতিক সম্পদে নারীর পুরুষের সমান অধিকার বাস্তবায়নের জন্য নারী ও পুরুষ উভয়ের চাহিদা, ক্ষমতা, দক্ষতা বিবেচনা করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ সাম্য/ন্যায্যতা অর্জনে সহায়ক হয়। এক্ষেত্রে দরিদ্র, ভিন্নভাবে সক্ষম ব্যক্তিসহ সমাজের সব প্রান্তিক বা পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর বিষয়টিও বিবেচ্য।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ২৮ (৪) ও ২৯ (৩) ধারায়ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর জন্য বিশেষ ব্যবস্থার বিধান রয়েছে। প্রচলিতভাবে আমাদের সমাজে বহু ক্ষেত্রে যেমন রাজনীতিতে একসময় নারীর অংশগ্রহণ ছিল কম, আর তাই সংসদ বা স্থানীয় সরকারে রয়েছে নারীর জন্য কোটা। একইভাবে নারী শিক্ষার হার বৃদ্ধির জন্য আছে উপবৃত্তি বা কর্মসংস্থানে কোটা ব্যবস্থা। এগুলোও জেন্ডার সমতার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা। আমরা এরই মাঝে দেখেছি চাহিদার ভিন্নতার কারণে এবং ভিন্ন চাহিদার যথাযথ বিবেচনার অভাবে কীভাবে গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো ব্যবহারের সুযোগ থেকে সমাজের এক বিশাল জনগোষ্ঠী অসুবিধায় পড়ে। কিন্তু অবকাঠামো যদি সবার চাহিদাকে বিবেচনায় নিয়ে বানানো হয়; যেমন সবার ব্যবহারোপযোগী প্রবেশপথ, নারী, পুরুষ ও ভিন্নভাবে সক্ষম ব্যক্তির জন্য পৃথক টয়লেট, প্রসবকালীন পৃথক ব্যবস্থা প্রভৃতি তবে সবাই সমানভাবে এর সুফল ভোগ করতে পারে।

সাম্প্রতিক সময়ে এলজিইডির নির্মিত সাইক্লোন শেল্টারে আমরা এসব সুবিধা দেখতে পাই। একইভাবে এলজিইডির উন্নয়ন এলাকায় বিভিন্ন পরিকল্পনা প্রণয়নে বা কমিটি পরিচালনায় বা উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে ন্যূনতম নারী কোটার বাধ্যবাধকতা দেখতে পাই। এটি একটি বিশেষ ব্যবস্থা। নানা বিশেষ ব্যবস্থার মাধ্যমে বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীর বিচরণ বৃদ্ধির মাত্রা লক্ষণীয়। নারীর অংশগ্রহণে গৃহীত পরিকল্পনা যাতে জেন্ডার সমতা সহায়ক হয় এবং নারীর অংশগ্রহণে পরিচালিত কমিটিসমূহের কার্যক্রম ও সিদ্ধান্ত তথা ফলাফল থেকে নারীরা যাতে যথাযথভাবে উপকৃত হয় এ বিবেচনায় এলজিইডির কার্যক্রমের বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমরা বিশেষ কোটার বাধ্যবাধকতা দেখতে পাই। এসব বাধ্যবাধকতার পরিপ্রেক্ষিতে উন্নয়ন কর্মকাণ্ড থেকে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবার অংশগ্রহণ, সুযোগ এবং সুফলপ্রাপ্তি বিষয়ক উন্নতি হতে পারে।

প্রকৃতঅর্থে, জেন্ডার সাম্য হলো- পথ যার পরিক্রমার মাধ্যমেই জেন্ডার সমতায় উন্নীত হওয়া যায়। কাজেই প্রতিটি উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের পরিকল্পনা প্রণয়ন থেকে শুরু করে, কার্যক্রম পরিচালনা ও বাস্তবায়ন সব ক্ষেত্রেই নারী, পুরুষ, ভিন্নভাবে সক্ষম ব্যক্তি এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর চাহিদাকে বিবেচনায় এনে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করলে তাকে জেন্ডার সাম্য বলা যায়, যা দীর্ঘমেয়াদে জেন্ডার সমতা অর্জনে সহায়ক।

৬.৩ জেন্ডার বিশ্লেষণ (Gender Analysis)

সমাজে নারী ও পুরুষের ভূমিকা বা মর্যাদা কেবল শারীরিক পার্থক্য ও বৈশিষ্ট্যের দ্বারা নির্ধারিত হয় না। নারী-পুরুষের ক্ষমতা, ভূমিকা ও আচরণ ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র ও সংগঠনের নীতি, কর্মসূচি ও কর্মকাণ্ডের দ্বারাও প্রভাবিত হয়। আর জেন্ডার শব্দটি প্রধানত নারী-পুরুষের বিদ্যমান রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক সুযোগের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। জেন্ডার বিশ্লেষণ ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগতভাবে নারী ও পুরুষ সম্পর্কে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় কাঠামোর সকল স্তরে তাদের অবস্থান জানতে সহায়ক হয়। জেন্ডার বিশ্লেষণের মাধ্যমে নারী-পুরুষ সম্পর্কের গুণগত বিষয়গুলো জানা যায়।

- ◆ কোনো বিশেষ স্থান বা পরিবেশে পরিবারে, সমাজে, জাতীয় পর্যায়ে নারী-পুরুষের সম্পর্ক কেমন এসব জানতে নারী-পুরুষ বিভাজিত উপাত্ত ব্যবহারের প্রয়োজন হয়ে পড়ে।
- ◆ উন্নয়নের লক্ষ্য অর্জনের জন্য তথ্যকে পদ্ধতিগতভাবে ব্যাখ্যা করে নারী পুরুষের মধ্যে অসমতার কারণ দূর করতে সহায়তা করে। অর্থাৎ লক্ষিত জনগোষ্ঠী

- কী কী অধিকার ভোগ করে?
- কোন কোন অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়?
- কীভাবে তা পূরণ করা যায়?

কোনো প্রকল্প বা কর্মসূচির ক্ষেত্রে জেন্ডার বিশ্লেষণ লক্ষিত জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিদ্যমান জেন্ডার পার্থক্য ও বৈষম্যগুলো বুঝতে সহায়তা করে। বিদ্যমান বৈষম্য বিবেচনায় নিয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত করে ওই সব ব্যবধান কমিয়ে আনা যায়। এর মাধ্যমে বোঝা যায় যে প্রকল্পের কার্যক্রম কীভাবে পরিবারে, সমাজে ও কর্মক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের ভূমিকা ও মর্যাদাকে প্রভাবিত করবে।

অর্থাৎ জেন্ডার বিশ্লেষণ বলতে বোঝায় সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়নে নারী-পুরুষের শ্রম বিভাজনের ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক উপায়ে পরিকল্পিতভাবে তাদের সমস্যা, চাহিদা ও আগ্রহের বিষয় জেনে প্রয়োজনীয় সমাধান চিহ্নিত করার উপায় বা কৌশল।

জেন্ডার বিশ্লেষণের উদ্দেশ্য

- নারী-পুরুষের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক অবস্থানগত অসমতার কারণ জানা ও সেগুলো কমিয়ে আনতে উন্নয়নের কৌশল নির্ধারণ করা।
- নারীর পরিচর্যামূলক কাজের বোঝা কমানো এবং উৎপাদনমূলক কাজে অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করা। অর্থাৎ ক্রমান্বয়ে পুরুষকে পরিচর্যামূলক কাজে অংশগ্রহণে উৎসাহিত করা। নারীর পরিচর্যামূলক কাজের শ্রম ও সময় কমানো।
- পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে চিহ্নিত করে দক্ষতা বৃদ্ধির ব্যবস্থা নেওয়া ও কৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে সমাজে নারী-পুরুষের মধ্যে সমতা প্রতিষ্ঠা করা।

৬.৪ অংশগ্রহণ ও সিদ্ধান্তগ্রহণের মাধ্যমে ক্ষমতায়ন (Empowerment through Participation & Decision Making)

ক্ষমতায়ন একটি প্রক্রিয়া যা সাধারণত মানুষকে নিজের জীবনের সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম করে তোলে। এ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মানুষের নিজস্ব উন্নয়ন ও পরিবর্তনের ক্ষেত্র বাছাই ও সিদ্ধান্তগ্রহণ করতে পারে। ইতিবাচকভাবে ক্ষমতাচর্চার সামর্থ্য অর্জনই ক্ষমতায়ন। এর মধ্যে থাকে সম্পদের নিয়ন্ত্রণ, অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং অর্জন। এ সবই আসে অংশগ্রহণের সুযোগ চর্চার মাধ্যমে। তাই অংশগ্রহণ হলো ক্ষমতায়নের জন্য একটি পন্থা যা ধীরে ধীরে ক্ষমতায়নের দিকে যেতে সাহায্য করে। সম্পদ, সুবিধা ও সিদ্ধান্তগ্রণের ক্ষেত্রে পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্তির জন্য সুসংহত ব্যবস্থাকে অংশগ্রহণ বলা যেতে পারে। টেকসই উন্নয়নের জন্য নারী ও পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ একটি কার্যকর ব্যবস্থা। অংশগ্রহণ প্রক্রিয়ার বিভিন্ন স্তর রয়েছে। প্রতিটি স্তরের পরবর্তী ধাপই অধিকতর ক্ষমতায়নের দিকে নিয়ে যেতে সহায়তা করে। তাই পরিকল্পনাবিদদের মনে রাখতে হয় যে, যেকোনো কর্মকাণ্ডে সুবিধাভোগী, নারী বা পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীকে অংশগ্রহণের পরবর্তী পর্যায়ে পৌঁছাতে সাহায্য করা দরকার। অংশগ্রহণকে চারটি ধাপে বিচার করা যায় :

প্রথম সর্বনিম্ন পর্যায়ের অংশগ্রহণ হলো কোনো সুবিধা পাওয়া। যেমন খাদ্য সহায়তা, টিকা প্রভৃতি প্রাপ্তির ক্ষেত্রে সাধারণ জনগণের কোনো মতামত থাকে না। কিছু প্রাপ্তির জন্য এটি এক ধরনের নিষ্ক্রিয় অংশ নেওয়া অর্থাৎ কেবল ভোক্তা হিসেবে অংশ পাওয়া।

দ্বিতীয় ধাপে হলো কোনো কিছুর বিনিময়ে কিছু পাওয়া। অনেক সময় কোনো কিছু প্রাপ্তির বিনিময়ে সুবিধাভোগীদেরকে কিছু কাজ করতে বা বিনিময় করতে হয়। এ ধরনের অংশগ্রহণে কিছু বিনিময় হলেও সিদ্ধান্তর ক্ষেত্রে কোনো ভূমিকা থাকে না। উদাহরণস্বরূপ– কাজের বিনিময়ে খাদ্য বা স্বল্পমূল্যে ওপেন মার্কেট সেল থেকে চাল, ডাল পাওয়া প্রভৃতি।

তৃতীয় পর্যায়ের অংশগ্রহণ হলো আলোচনা বা কনসালটেশন। এক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমস্যাগুলো জানা এবং তা প্রশমনে প্রকল্প কী ধরনের কর্মসূচি নেবে তার আলোচনার জন্য লক্ষিত জনগোষ্ঠীকে অন্তর্ভুক্ত করা। প্রকল্প কাজে এই ধরনের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হলে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে আলোচনা করতে হয় যাতে মূল সমস্যা ও চাহিদা বাছাই এবং তা সমাধানে বিভিন্ন বিকল্প সমাধানের মধ্য থেকে সবচেয়ে কার্যকর পদ্ধতি বাছাই করা সম্ভব হয়। এখানে লক্ষিত জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়নের একটি ধাপ অর্জিত হয়।

চতুর্থ ও শেষ ধাপে থাকে সিদ্ধান্তগ্রহণ। যখন কেবল সমস্যা চিহ্নিত করে সমাধান পরিকল্পনা নয়, বরং সিদ্ধান্তগ্রহণ ও বাস্তবায়নের জন্যও দায়িত্ব দেওয়া হয়। এখানে বিভিন্ন সিদ্ধান্তগ্রহণ পর্যায়ে নারীর উপস্থিতি ও দক্ষতা নিশ্চিত করার প্রশ্ন আসে। প্রকল্প বাস্তবায়নে বিভিন্ন দায়িত্ব নেওয়ার ব্যবস্থা থাকলে মানুষ তা পালনের জন্য ধীরে ধীরে সক্ষম হয়ে ওঠে।

অংশগ্রহণের প্রতিটি ধাপে নারীর অংশগ্রহণের বিষয়টি সবসময়ই গুরুত্ব দিতে হয়। অংশগ্রহণের মাত্রা উন্নয়নের মাধ্যমে তাদের সিদ্ধান্তগ্রহণে সক্ষম করে তুলে ধীরে ধীরে ক্ষমতায়নে সহায়তা করা জেন্ডার সমতা উন্নয়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক।

৬.৫ উন্নয়নের মূলধারায় জেন্ডার সমতা অন্তর্ভুক্তি (Gender Mainstreaming in Development)

জেন্ডার মেইনস্ট্রিমিং বা প্রতিষ্ঠানের মূলধারায় জেন্ডার বিবেচনা করা জেন্ডার সমতা অর্জনে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত কৌশল। এ কৌশল অনুযায়ী নারী-পুরুষের বৈষম্য কমিয়ে সমতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য নিয়ে প্রতিষ্ঠানের সবধরনের নীতি, ব্যবস্থাদি, পরিকল্পনা পদ্ধতি প্রভৃতি প্রস্তুত ও পালন করা হয়। অর্থাৎ জেন্ডার সমতার বিষয়কে একটি প্রতিষ্ঠানের মূলধারায় আনতে হলে সে প্রতিষ্ঠানের নীতি, পরিকল্পনা, বাজেট, কর্মসূচি এবং কার্যক্রম সব ক্ষেত্রে জেন্ডারের বিষয়টি বিবেচনায় এনে সে পরিপ্রেক্ষিতে সবকিছু নির্ধারণ ও তার প্রয়োগ করতে হয়। উল্লেখ্য প্রতিটি পর্যায়ে জেন্ডার মেইনস্ট্রিমিংয়ের জন্য প্রতিষ্ঠানের জেন্ডার সমতা অর্জনের প্রতিশ্রুতি, এ বিষয়ক দক্ষতা ও জবাবদিহির বিষয়টিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

জেন্ডার মেইনস্ট্রিমিং কৌশল নারী ও পুরুষ উভয়ের প্রয়োজন ও স্বার্থকে বিবেচনায় নিয়ে নীতি ও পদ্ধতি প্রণয়নের কথা বলে। এ কৌশল বা তত্ত্বটি প্রথম ১৯৮৫ সালে নাইরোবির বিশ্ব নারী সম্মেলনে উপস্থাপন করা হয়। সাধারণত সরকারি নীতিমালা প্রভাবশালী বা সিদ্ধান্তগ্রহণকারী জনগোষ্ঠী, যারা প্রধানত পুরুষ তাদের বিবেচনা অনুসারে ও তাদের প্রয়োজনের দিকে নজর রেখে করা হয়। গবেষণায় দেখা গেছে যে এসব নীতিতে প্রায়ই নারীদের ভিন্ন প্রয়োজনের ওপর নজর দেওয়া হয়নি। তাই শিক্ষা, কর্মসংস্থান বা সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়া প্রভৃতি ক্ষেত্রে নারী পিছিয়ে পড়া অবস্থানে থেকে গেছে। এর ফলে নারীর অর্থনৈতিক ও জীবনমান উন্নয়নে, নারী-পুরুষ সমতা প্রতিষ্ঠায় তথা দেশের সার্বিক উন্নয়নের জন্য সামগ্রিক প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থায় পরিবর্তনের প্রয়োজন অনুভূত হয়। যেকোনো উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে সমাজের সকল শ্রেণির নারী ও পুরুষ সুবিধাভোগীর অবস্থা ও প্রয়োজনের দিকে নজর দেওয়া না হলে তার সুফল আশানুরূপ হয় না। তাই জেন্ডার মেইনস্ট্রিমিং একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক কৌশল যা সবার প্রয়োজনের ওপর গুরুত্ব দেয়। এখানে নারীকে কেবলম অসহায় জনগোষ্ঠী হিসেবে বিবেচনা না করে সব নারীর জীবনের সার্বিক গুণগত মান উন্নয়নের মাধ্যমে জেন্ডার সমতা উন্নয়নের জন্য নীতিমালা ও পদ্ধতি উন্নয়নে কাজ করা হয়।

জেন্ডার মেইনস্ট্রিমিং একটি দীর্ঘমেয়াদি কৌশল যা প্রতিষ্ঠানের সবধরনের নীতি ও পদ্ধতির সাথে সম্পৃক্ত। সঠিকভাবে নীতি ও পদ্ধতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা হলে তা সমাজ পরিবর্তনে বড় ভূমিকা রাখতে পারে। সমতা আনতে গেলে ভৌগোলিক অবস্থান, সামাজিক প্রথা, বিরাজমান সুযোগসুবিধা প্রভৃতি বিবেচনায় নারী কোথায় আছে, কী কী বাধা আছে এবং তা কীভাবে দূর করা যায় এসব বিশ্লেষণ করে সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের নীতি, পরিকল্পনা, বাজেট, কর্মসূচি এবং কার্যক্রম, প্রভৃতি নির্ধারণ করা প্রয়োজন। জেন্ডার মেইনস্ট্রিমিং কৌশল অনুযায়ী উন্নয়নের বা প্রতিষ্ঠানের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে জেন্ডার সমতার বিষয়াদি গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে বিবেচিত হয় এবং একে পাশ কাটানোর কোনো সুযোগ নেই।

জেন্ডার মেইনস্ট্রিমিং কৌশল অনুযায়ী জেন্ডার সমতার বিষয়টি প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি পর্যায়ে, যেমন পরিকল্পনা প্রক্রিয়া ও সকল সেক্টরের এবং কার্যক্রমের একটি মূলভিত্তি হিসেবে বিবেচিত হয় এবং প্রতিষ্ঠানের সকল নীতি ও কার্যক্রমে প্রতিফলিত হয়। জেন্ডার সমতা কৌশল বাস্তবায়নের দায়-দায়িত্ব প্রতিষ্ঠানের সকল শাখা/ ইউনিট তাদের কর্মএলাকা অনুসারে পালন করে। এই দায়-দায়িত্ব কোনো একটি শাখার ওপর রাখলে জেন্ডার মেইনস্ট্রিমিং সম্ভব নয়। বরং জেন্ডার সমতা কৌশল বাস্তবায়নের

দায়িত্ব প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক কাঠামোর মধ্যে বিস্তৃত করতে হয়। উদাহরণস্বরূপ, একটি প্রতিষ্ঠানে জনবল নিয়োগ, তাদের দক্ষতা উন্নয়ন, সব সেক্টরে প্রকল্পের ডিজাইন, পরিকল্পনা, প্রশিক্ষণ, বাজেট, পরিবীক্ষণের সব ক্ষেত্রে জেন্ডার সঠিকভাবে বিবেচিত হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হয়। এজন্য প্রতিষ্ঠানে জেন্ডার সমতা অর্জনের জন্য জেন্ডার সমতার কৌশল ও নীতি, জেন্ডার চেকলিস্ট, গাইডলাইন, প্রশিক্ষণ, জেন্ডার স্পেশালিস্টসহ দক্ষ লোকবলের ব্যবস্থা করতে হয়। সব ক্ষেত্রেই নারীর অংশগ্রহণ ও তাদের বিশেষ প্রয়োজনাদি বিবেচনায় নিয়ে নীতিমালা, নির্দেশনা ও ব্যবস্থাদি নির্ধারণ, সেগুলোর প্রয়োগ ও ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে হয়। জেন্ডার সমতা বিষয়ে দক্ষতা উন্নয়ন ও জবাবদিহির ব্যবস্থা থাকলে জেন্ডার মেইনস্ট্রিমিংয়ের বিষয়ে অগ্রগতি হচ্ছে বলে ভাবা যেতে পারে। প্রতিষ্ঠান এবং এর কার্যক্রমের কোনো একটি ক্ষেত্র থেকে এই বিবেচনা বাদ পড়লে আশানুরূপভাবে জেন্ডার মেইনস্ট্রিমিং হয় না। জেন্ডার মেইনস্ট্রিমিংয়ের জন্য সম্পদ, কৌশল, নীতি, বাজেট, দক্ষতা, লোকবল, দায়িত্ব, উচ্চপর্যায়ের প্রতিশ্রুতি ও দায়বদ্ধতা আবশ্যক।

এলজিইডি জেন্ডার সমতা উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। তবে প্রকৃত সফলতার জন্য এলজিইডির প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে প্রয়োজন একটি শক্তিশালী জেন্ডার ইউনিট যা প্রতিষ্ঠানের সকল পর্যায়ে জেন্ডার সমতা কৌশলের বাস্তবায়ন উৎসাহিত ও পরিবীক্ষণ করবে। এ ক্ষেত্রে জেন্ডার সমতা কৌশল ও জেন্ডার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের দায়িত্ব সব ইউনিট ও প্রকল্পের ওপর অর্পণ করে জবাবদিহি নিশ্চিত করতে হবে।

৭. জেন্ডার সমতা ও নারীর অগ্রগতি

জেন্ডার সমতার লক্ষ্য হলো নারী ও পুরুষ এখানে পূর্ণ মানবাধিকার উপভোগ করবে; জাতীয়, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক উন্নয়নে তাদের করণীয় সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা অর্জন করবে; এবং এসব ক্ষেত্রে অবদান রাখতে পূর্ণ সহযোগিতা পাবে। জেন্ডার সমতা নিশ্চিত হলে সকল উন্নয়ন কার্যক্রমের ফলাফল থেকে নারী-পুরুষ সমানভাবে উপকৃত হবে। যে সকল সমাজ সামঞ্জস্যতার ভিত্তিতে নারী ও পুরুষের মধ্যকার পার্থক্যসমূহকে এবং তারা যে সব ভিন্ন ভূমিকা পালন করে সে সকলকে সমানভাবে মূল্যায়ন করে সেই সমাজেই জেন্ডার সমতা আছে বলে ধারণা করা হয়।

যেহেতু বাংলাদেশের জনসংখ্যার অর্ধেকই নারী, কাজেই তাদের বাদ দিয়ে কোনো উন্নয়ন কর্মকাণ্ড সফল করা সম্ভব নয়। উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় নারীকে সম্পৃক্ত করার জন্য পৌরসভার প্রকল্প এবং সেবাসমূহে নারীকে লক্ষ্য করে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণের প্রায়শই দরকার হয়। এই সকল উদ্যোগসমূহ হলো দক্ষতা বৃদ্ধি, তথ্যবিনিময়, নারী কর্মকর্তা নিয়োগ এবং নির্বাচিত নারী প্রতিনিধিদের কাজের সুযোগ দেওয়া ও সহযোগিতা করা, যার মাধ্যমে নারীরা দক্ষ কর্মী হবে এবং তাদের ক্ষমতায়ন হবে। এই উদ্যোগসমূহে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করলে নারীকর্মী নিজের মতপ্রকাশে এবং কথা বলায় সমধিক সুযোগ পাবে এবং পুরুষের সাথে কাজের অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারবে। এতে সমাজে প্রচলিত জেন্ডার অসমতা অনেকাংশে কমে যাবে।

৭.১ সামাজিক অন্তর্ভুক্তি

জেন্ডার অসমতার পাশাপাশি সমাজে আরও নানা রকমের অসমতা বিরাজমান। পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে সামাজিকভাবে এবং বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে অন্তর্ভুক্ত না করার কারণেই এই অসমতাসমূহ সৃষ্টি হয়। জেন্ডার ছাড়াও সামাজিক অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে সাধারণত দরিদ্রতা, সামাজিক পরিচিতি যেমন ধর্মীয় বা নৃতাত্ত্বিক পরিচয়, ভৌগোলিক অবস্থান যেমন চর, হাওর, পার্বত্য অঞ্চল বা দুর্গম এলাকা, সক্ষমতায় ভিন্নতা, ইত্যাদি বাধা হয়ে দাঁড়ায়। জেন্ডার অসমতার ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি আমাদের দেশে নারীরা পিছিয়ে আছে। আবার এই নারীদের মধ্যেও বয়স, দরিদ্রতা, সামাজিক পরিচিতি বা ভৌগোলিক অবস্থানের তারতম্য ভেদে অসমতা এবং অন্তর্ভুক্তির বিভেদ দেখা যায়। এই বাধাসমূহের নেতিবাচক প্রভাব পর্যায়ক্রমে পরিবার, সমাজ এবং দেশের অর্থনৈতিক বৃদ্ধিতে সুস্পষ্ট। জনসংখ্যার একটি উল্লেখযোগ্য অংশ খুবই সীমিত সুযোগ ভোগ

করলে অথবা নানা রকমের সুযোগ-সুবিধা বা উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে থেকে বঞ্চিত থাকলে তা মানবসম্পদের স্বল্প উপযোগিতা এবং উন্নয়ন ক্ষমতা লোপ পাওয়া থেকে শুরু করে উদ্ভাবনী ক্ষমতাকেও অঙ্কুরে বিনষ্ট করে। সর্বোপরি এর ফলে সৃষ্ট সামাজিক অসমতা যা সামাজিক ও রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা এবং অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা সৃষ্টি করে এবং ফলশ্রুতিতে বিনিয়োগ, ব্যবসা এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির উপর মারাত্মক নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে। অসমতাসমূহ দূর করে সমতা আনয়নে 'জেন্ডার সমতা ও সামাজিক অন্তর্ভুক্তি'র ক্ষেত্রে বাধাসমূহ চিহ্নিত করতে ও বুঝতে হবে এবং তদনুযায়ী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। এ বিষয়ে মূল করণীয়সমূহ : ১. নারী, বিপন্ন ও সুবিধা বঞ্চিত দল বা জনগোষ্ঠীর তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ। আবার দেখা যায়, তাঁদের মধ্যেও নানা রকমের অভ্যন্তরীণ সুবিধা বঞ্চিত ব্যক্তিদের বঞ্চনা এবং দুর্ভোগ হয় আরও তীব্র পর্যায়ের। যেমন : একজন নারী, তিনি যদি হন বৃদ্ধ, দরিদ্র, ভিন্নভাবে সক্ষম, নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর এবং দুর্গম এলাকার তবে দেখা যায় সমাজের বা রাষ্ট্রের কিংবা উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সুযোগ সুবিধা হতে তিনি প্রায় সম্পূর্ণ বঞ্চিত এবং অতি বিপন্ন। কাজেই উপরি বঞ্চনার অভিজ্ঞতা বিষয়েও তথ্য, উপাত্ত সংগ্রহ করতে হবে; ২. অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং মতামতের ক্ষমতায়নের মাধ্যমে নারী, সুবিধাবঞ্চিত এবং সামাজিক বহির্ভূত দলসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধি; এবং ৩. ভৌত ও সামাজিক পরিবেশকে 'জেন্ডার সমতা ও সামাজিক অন্তর্ভুক্তির দিকে রূপান্তরিতকরণ। এক কথায়, উন্নয়ন কর্মকাণ্ড থেকে দেশ বা সমাজের কোনো একজন ব্যক্তিকেও বাদ না দিয়ে সকলকে অন্তর্ভুক্ত করে কার্যকর উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করলে সমাজের প্রতিটি ব্যক্তিই তার প্রয়োজন অনুযায়ী মানবাধিকার ভোগ করবে এবং উন্নয়নও টেকসই হবে। কাজেই, পৌরসভার সকল জনগণের সামগ্রিক ও টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে বাস্তবতার নিরিখে যথাযথ বিশ্লেষণপ্রসূত 'জেন্ডার সমতা ও সামাজিক অন্তর্ভুক্তি' কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন অত্যন্ত জরুরি।

৮. নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের (আইইউজিআইপি) আওতায় জিইএসআই

বাংলাদেশে উন্নয়নমূলক কার্যক্রমে বৃদ্ধ, মহিলা, শিশু এবং প্রতিবন্ধীদের কার্যকরি ভূমিকা গ্রহণের সুযোগ খুবই সীমাবদ্ধ। সময়ে প্রেক্ষিতে স্থানীয় ও পৌর পরিচালন ব্যবস্থায় নারীদের সরাসরি নির্বাচিত করার জন্য কোটা পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাসমূহ তাদের নির্দিষ্ট অংশীদারদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি কার্যক্রমের মাধ্যমে এইসব কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে থেকে সমানভাবে উপকৃত হওয়ার জন্য নারীদের বিশেষভাবে উৎসাহ দিচ্ছে। স্থানীয় অবকাঠামোর পরিকল্পনা ও উন্নয়নে নারীরা যেন উপকারভোগী হিসেবে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ করতে পারে এর জন্য সরকারি এবং বেসরকারি পর্যায়ে ব্যাপক প্রচার চালানো হচ্ছে। দলীয় সদস্যপদ ও দক্ষতামূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নারীদের আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি করার চেষ্টা করা হচ্ছে। সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় কার্যকরভাবে অংশগ্রহণের লক্ষ্যে নারীদের চাহিদা ও অগ্রাধিকার বিষয়কে এখন গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করা দরকার।

নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (আইইউজিআইপি)-এর আওতায় জেন্ডার সমতা প্রকল্প দলিলে পিডিপি ছক আকারে জিইএসআইএপি সংযোজন করা হয়েছে। জেন্ডার সমতা ও সামাজিক অন্তর্ভুক্তি কর্মপরিকল্পনার করণীয় কাজসমূহ পৌরসভা পর্যায়ে সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করা হলে পৌরসভা পর্যায়ে নিম্নলিখিত সুফল পাওয়া যাবে বলে আশা করা যায়।

- স্থানীয় প্রশাসনে এবং সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারীদের ইতিবাচক অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পাবে।
- নির্বাচিত পৌরসভাসমূহে নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠী ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর (যার অধিকাংশই নারী) জন্য বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাবে।
- নিম্ন আয়ের নগরবাসী বিশেষ করে নারী এবং দরিদ্র গোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মান উন্নত হবে।

প্রকল্পভুক্ত পৌরসভাসমূহ তাদের উপযোগী জেন্ডার সমতা ও সামাজিক অন্তর্ভুক্তি কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়নের মাধ্যমে জেন্ডার বিষয়কে উন্নয়নের মূলধারায় নিয়ে আসার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখবে বলে আশা করা যায়।

৮.১ জেন্ডার সমতা ও সামাজিক অন্তর্ভুক্তি কর্মপরিকল্পনা (জিইএসআইএপি) নিম্নলিখিত বিষয়গুলোকে প্রাধান্য দেয়

- পৌরসভার কার্যক্রমসমূহে বিভিন্ন সভায় উপস্থিত থেকে নারীদের মতামত প্রদানের সুযোগ এবং সেই মতানুসারে সিদ্ধান্তগ্রহণের নেতৃস্থানীয় ভূমিকা গ্রহণ।
- জেন্ডার সমতা ও সামাজিক অন্তর্ভুক্তি কর্মপরিকল্পনার (জিইএসআইএপি) সাথে সামঞ্জস্য রেখে অর্থ বরাদ্দের নিশ্চয়তা।
- প্রকল্পের অধীনে গঠিত টিএলসিসি এবং ডব্লিওসির সাথে সম্পৃক্ত নারীদের নেতৃত্ব প্রদানে কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি।
- নারী ও পুরুষ ওয়ার্ড কাউন্সিলরদের জেন্ডার বিষয়ে প্রশিক্ষণ।
- পৌরসভার কার্যক্রমে বিভিন্ন কমিটির সংশ্লিষ্ট সদস্যদের ভূমিকা নির্দিষ্ট করা এবং তাদের জন্য পৌরসভার সেবার নিশ্চয়তা।
- পৌর পরিষদ ও পৌরসভার কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কর্মক্ষেত্রে জিইএসআইএপি বিষয়ক দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করা।

৯. পৌরসভা পর্যায়ে জেন্ডার সমতা ও সামাজিক অন্তর্ভুক্তি কর্মপরিকল্পনা (জিইএসআইএপি) তৈরি করার পদক্ষেপসমূহ

প্রকল্প দলিলে নির্দিষ্টভাবে প্রদত্ত জেন্ডার সমতা ও সামাজিক অন্তর্ভুক্তি কর্মপরিকল্পনা (জিইএসআইএপি) ছক ইতিপূর্বে বাস্তবায়িত নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পসহ অন্যান্য প্রকল্প ও কর্মসূচি থেকে প্রাপ্ত অভিজ্ঞতার আলোকে পৌরসভা পর্যায়ের উপযোগী হিসেবে প্রণয়ন করা হয়েছে। পৌরসভা পর্যায়ে জেন্ডার সমতা ও সামাজিক অন্তর্ভুক্তি কর্মপরিকল্পনা ছক প্রণয়নের জন্য নিম্নলিখিত ধাপসমূহ অনুসরণ করতে হবে।

১. পৌরসভা পর্যায়ে মহিলা ও শিশু বিষয়ক স্থায়ী কমিটি ও পৌরপরিষদ যৌথভাবে প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিট থেকে প্রদত্ত ছকের বিষয়সমূহ ও করণীয় বিষয়সমূহ নিয়ে আলোচনার মাধ্যমে প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিট থেকে প্রদত্ত ছকের কোনো সংশোধনের প্রয়োজন হলে তার স্বপক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করে জেন্ডার সমতা ও সামাজিক অন্তর্ভুক্তি কর্মপরিকল্পনার ছক তৈরি করবে এবং পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনায় সংযোজন করবে।

২. মহিলা ও শিশু বিষয়ক স্থায়ী কমিটি জেন্ডার সমতা ও সামাজিক অন্তর্ভুক্তি কর্মপরিকল্পনার ছক তৈরি করে টিএলসিসিকে অবহিত করবে অনুমোদনের জন্য। এরপর উক্ত কর্মপরিকল্পনাটি পিএমইউতে পাঠাতে হবে।

৩. পৌরসভাতে প্রস্তুতকৃত জেন্ডার সমতা ও সামাজিক অন্তর্ভুক্তি কর্মপরিকল্পনা এই নির্দেশিকায় বর্ণিত নির্দেশাবলি অনুসরণ করে প্রকল্পে নিয়োজিত ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট এসোসিয়েটদের সহায়তায় পৌরসভা মহিলা ও শিশু বিষয়ক স্থায়ী কমিটির মাধ্যমে বাস্তবায়ন করবে। মহিলা ও শিশু বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সদস্য সচিব পৌরসভা পর্যায়ে জেন্ডার সমতা ও সামাজিক অন্তর্ভুক্তকরণ কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের যাবতীয় নথি পৌরসভা মেয়রের নির্দেশনায় পরিচালনা ও সংরক্ষণ করবে।

৪. জেন্ডার সমতা ও সামাজিক অন্তর্ভুক্তি কর্মপরিকল্পনা অন্তর্ভুক্তি ও বাস্তবায়নে পৌরসভা প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দ করবে এবং প্রকল্প মেয়াদের পরেও পৌরসভা বাজেট বরাদ্দ অব্যাহত রাখবে।

১০. পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনায় জেন্ডার সমতা ও সামাজিক অন্তর্ভুক্তি কর্মপরিকল্পনা (জিইএসআইএপি) সংযোজন

পৌরসভার জন্য নাগরিকদের সম্পৃক্ততায় কিছু সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ অনুসরণ করে প্রতিটি পৌরসভায় পৃথকভাবে পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরি করা আছে। প্রকল্প দলিলে পৌরসভার জন্য প্রদত্ত জেন্ডার সমতা ও সামাজিক অন্তর্ভুক্তি কর্মপরিকল্পনা ছক নির্দেশিকায় বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করে প্রয়োজন অনুসারে পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনায় সংযোজন করা যেতে পারে। অত্র নির্দেশিকায় অনুসরণীয় পদ্ধতি অনুসরণ করে প্রকল্প মেয়াদ ও প্রকল্প মেয়াদের পরেও পৌরসভা জেন্ডার সমতা ও সামাজিক অন্তর্ভুক্তি কর্মপরিকল্পনার কাজে বাজেট বরাদ্দসহ বাস্তবায়ন অব্যাহত রাখবে।

১১. পৌরসভা কমিটিতে নারীর অবদান ও অংশগ্রহণ

১. মহিলা ও শিশু বিষয়ক স্থায়ী কমিটি

প্রকল্পভুক্ত প্রতিটি পৌরসভায় জেন্ডার সমতা ও সামাজিক অন্তর্ভুক্তি কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন এবং সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম পরিবীক্ষণের জন্য একজন মহিলা কাউন্সিলরকে প্রধান করে মহিলা ও শিশু বিষয়ক স্থায়ী কমিটি গঠন করা। মহিলা ও শিশু বিষয়ক স্থায়ী কমিটির কার্যপরিধি অনুসারে প্রকল্প বাস্তবায়ন পর্যায়ে এবং প্রকল্প সমাপ্তির পরেও জেন্ডার সমতা ও সামাজিক অন্তর্ভুক্তি কর্মপরিকল্পনার কাজ অব্যাহত রাখবে।

মহিলা ও শিশু বিষয়ক স্থায়ী কমিটি গঠন

ক্রমিক নং	নাম	পদবি	কমিটিতে পদবি
১		কাউন্সিলর (সাধারণ/সংরক্ষিত) ওয়ার্ড নং. . .	সভাপতি
২		মেয়র (পদাধিকার বলে)	সদস্য
৩		কাউন্সিলর (সাধারণ/সংরক্ষিত) ওয়ার্ড নং. . .	সদস্য
৪		কাউন্সিলর (সাধারণ/সংরক্ষিত) ওয়ার্ড নং. . .	সদস্য
৫		কাউন্সিলর (সাধারণ/সংরক্ষিত) ওয়ার্ড নং. . .	সদস্য

প্রকল্প কাজে কমিটিকে সহায়তা করা ও কমিটির কার্যক্রমে গতিশীলতা আনায়নের জন্য প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিট থেকে নিম্নলিখিত সুপারিশগুলো করা হয়েছে যা প্রকল্পভুক্ত পৌরসভাসমূহের জন্য অনুসরণীয় হতে পারে:

১. এই কমিটির সভাপতি নির্বাচনের ক্ষেত্রে একজন সংরক্ষিত নারী কাউন্সিলরকে মনোনয়ন দেওয়া;

২. এই কমিটির নথিপত্র ব্যবস্থাপনাসহ যাবতীয় সাচিবিক কার্যক্রম পালন করার জন্য পৌরসভার সমাজ উন্নয়ন কর্মকর্তা অথবা মেয়র কর্তৃক মনোনীত পৌরসভার অন্য কোনো কর্মকর্তাকে এ দায়িত্ব প্রদান করা; এ ছাড়াও

৩. এই কমিটিকে সহায়তার জন্যে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ এ কমিটির সকল সভায় উপস্থিত থেকে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারেন-

   i. মেয়র কর্তৃক মনোনীত সাধারণ আসনের কমপক্ষে আরও একজন পুরুষ কাউন্সিলর (ওয়ার্ডের সংখ্যার উপর ভিত্তি করে পুরুষ কাউন্সিলরের সংখ্যা সর্বোচ্চ ২ হতে পারে);

   ii. পৌরসভার অন্যান্য নারী কাউন্সিলরগণ (নারী কাউন্সিলরের সংখ্যা ৩ এর অধিক হলে)।

এ কমিটিতে অন্যূন ৪০ শতাংশ নারী সদস্য নিশ্চিত করতে জেলা/ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা/ টিএলসিসি'র সক্রিয় এবং দক্ষ নারী সদস্যদের মধ্যে থেকে ১ (এক) জনকে কো-অপ্ট করা যেতে পারে।

মহিলা ও শিশু বিষয়ক স্থায়ী কমিটির কার্যপরিধি

প্রকল্পের কাজের সুবিধার্থে মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারিকৃত এতদসংক্রান্ত বিধির কার্যপরিধির সঙ্গে সমন্বয় করে নিম্নবর্ণিত কার্যসমূহ পালন করতে হবে :

১. প্রতিমাসে ১টি সভা করা এবং নিয়মিতভাবে কার্যবিবরণী লিপিবদ্ধ করা;

২. পৌরসভার বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে নারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ;

৩. নারী শিশুসহ পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর কল্যাণে ও উন্নয়নে বিভিন্নমুখী উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণে সুপারিশ করা;

৪. প্রকল্পের আওতায় প্রণীত সংক্ষিপ্ত নির্দেশনা সম্বলিত ধারণামূলক জেন্ডার কর্মপরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্য রেখে পৌরসভার চাহিদা অনুযায়ী জেন্ডার কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন এবং টিএলসিসি'র অনুমোদনক্রমে পিডিপি-তে অন্তর্ভুক্তকরণ;

৫. জেন্ডার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য নারীর উন্নয়ন সংক্রান্ত বাজেট প্রণয়ন করা, বরাদ্দের সুপারিশ করা এবং যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা;

৬. টিএলসিসি, ডব্লিউসি ইত্যাদি সংশ্লিষ্ট ফোরামে/ সভায় জেন্ডার বিষয়ক কার্যক্রম নিয়মিত উপস্থাপন করা;

৭. নারী-পুরুষ সমতা সংক্রান্ত বিষয় চিহ্নিত করা এবং জেন্ডার ও জেন্ডার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন কার্যক্রম সম্পর্কে কমিউনিটি, সরকারি প্রতিষ্ঠান, এনজিওসহ পৌরসভার ভূমিকা চিহ্নিত করা;

৮. পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনায় (পিডিপি) বর্ণিত সংশ্লিষ্ট সকল কার্যক্রমের বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণে সহায়তা করা;

৯. আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত নারীদের উৎসাহিত করার জন্যে ব্যবসায়ী নারীদের জন্য পৌরমার্কেটে দোকান বরাদ্দের ক্ষেত্রে কোটা সংরক্ষণ;

১০. নারী ও শিশু পাচার এবং বাল্যবিয়ে রোধে জনগণকে সচেতন করা। যৌতুক বিরোধী অভিযান পরিচালনা করা।

১১. যৌতুকের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করা;

১২. জন্ম-মৃত্যুর তথ্যাদি সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা। জন্ম নিবন্ধন করতে পৌরবাসীকে উৎসাহিত করা;

১৩. দুস্থ নারী ও শিশুদের স্বাভাবিক জীবনযাপন ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা। প্রয়োজনে এতিমখানা, বিধবা নিবাস বা আশ্রয় কেন্দ্র ইত্যাদি প্রতিষ্ঠাকরণে সুপারিশ করা;

১৪. ভিক্ষাবৃত্তি, ইভটিজিং, পতিতাবৃত্তি, কিশোরশ্রম বা কিশোর অপরাধের ন্যায় বিভিন্ন অনাচার বন্ধে জনগণকে সচেতন করা এবং পৌরসভার মাধ্যমে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করতে সুপারিশ করা;

১৫. শিশুদের জন্য শিশু ও নারীবান্ধব খেলারমাঠ ও বিনোদন কেন্দ্র বা পার্ক নির্মাণে সুপারিশ করা;

১৬. পৌরসভার জেন্ডার কর্মপরিকল্পনার যথাযথ বাস্তবায়ন এবং সঠিকভাবে পূরণকৃত মনিটরিং ফরমেট যথাসময়ে প্রকল্প ব্যবস্থাপনা অফিসে প্রেরণসহ মনিটরিং ও রিপোর্টিং সংক্রান্ত বিষয়াদি নিশ্চিত করা;

১৭. পৌর এলাকার নারী নির্যাতন বিষয়ক তথ্যাদি সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

১৮. জেলাপর্যায়ে পৌরসভার ক্ষেত্রে জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা এবং অন্যান্য পৌরসভার ক্ষেত্রে উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা অথবা উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তাকে অথবা টিএলসিসির সক্রিয় এবং দক্ষ নারী সদস্যকে বিশেষজ্ঞ সদস্য হিসেবে কো-অপ্ট করতে পারবে (যে ক্ষেত্রে যা প্রযোজ্য);

১৯. অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি সম্পর্কে সিদ্ধান্তগ্রহণ করা।

২. দারিদ্র্য নিরসন ও বস্তি উন্নয়ন বিষয়ক স্থায়ী কমিটি

দারিদ্র্য নিরসন ও বস্তি উন্নয়ন স্থায়ী কমিটির আকার ও গঠন ঃ

পৌরসভার সাধারণ/ সংরক্ষিত আসনের একজন কাউন্সিলরকে সভাপতি করে এ কমিটি গঠিত হবে। পৌর মেয়র পদাধিকার বলে এ কমিটির সদস্য হবেন।

ক্রমিক নং	নাম	পদবি	কমিটিতে পদবি
১		কাউন্সিলর (সাধারণ/সংরক্ষিত) ওয়ার্ড নং. . .	সভাপতি
২		মেয়র (পদাধিকার বলে)	সদস্য
৩		কাউন্সিলর (সাধারণ/সংরক্ষিত) ওয়ার্ড নং. . .	সদস্য
৪		কাউন্সিলর (সাধারণ/সংরক্ষিত) ওয়ার্ড নং. . .	সদস্য
৫		কাউন্সিলর (সাধারণ/সংরক্ষিত) ওয়ার্ড নং. . .	সদস্য

প্রান্তিক, সুবিধাবঞ্চিত, ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব ও অংশগ্রহণের মাধ্যমে সামগ্রিক উন্নয়নকে গতিশীল, অর্থবহ ও টেকসই করার জন্য প্রকল্পভুক্ত পৌরসভাসমূহ নিম্নোক্ত সুপারিশসমূহ অনুসরণ করতে পারে:

১. এ কমিটিতে টিএলসিসি ও ডব্লিউসি কমিটি থেকে দরিদ্র শ্রেণির নন্যূতম ২ জন প্রতিনিধিতে অন্তভুক্তি করা;

২. কমিটি কর্তৃক কার্যক্রম প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ ব্যক্তি, সংগঠন, বা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিকে মতামত প্রদানের জন্য আহবান করা।

দারিদ্র্য নিরসন ও বস্তি উন্নয়ন বিষয়ক স্থায়ী কমিটির কার্যপরিধি

উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় বিশেষ করে সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারী ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণের সুযোগ খুবই কম। ফলে সিদ্ধান্তসমূহ নারী ও দরিদ্রবান্ধব হয় না। সমাজের বিশাল দরিদ্র জনগোষ্ঠী যদি উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্ত হতে না পারে এবং এর সুফল সমান মাত্রায় ভোগ করতে না পারে তবে উন্নয়ন টেকসই হবে না। আমাদের বিরাজমান সমস্যাসমূহ দূর না হয়ে বরং আরও বৃদ্ধি পাবে এবং উন্নয়ন কর্মকাণ্ড ব্যাহত হবে। কাজেই স্থায়ী উন্নয়নের জন্য দরকার উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় ও এর কর্মকাণ্ডে নারী ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সমতা ও অন্তর্ভুক্তি। উল্লেখ্য সরকারের নীতিমালার সাথে সংগতি রেখে প্রকল্পে নারী ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সমতা ও অন্তর্ভুক্তির বিষয়টি ধারণ করা হয়েছে। দারিদ্র্য হ্রাসকরণ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য দারিদ্র্য হ্রাস ও বস্তি উন্নয়ন বিষয়ক স্থায়ী কমিটি (নির্ধারিত নির্দেশিকা অনুযায়ী) গঠন ও সক্রিয় রাখা (সূত্র: পৌরসভা আইন, ২০০৯ এর ৫৫ ধারা)।

এ প্রকল্পে অবকাঠামো উন্নয়নের বরাদ্দপ্রাপ্তির পূর্বশর্ত হিসেবে আইইউজিআইপি-এর কর্মতৎপরতায় 'নারী ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সমতা ও অন্তর্ভুক্তি' সন্নিবেশিত রয়েছে।

- ✓ নির্দেশনা অনুযায়ী প্রতি মাসে দারিদ্র্য হ্রাসকরণ বিষয়ক কার্যক্রম বাস্তবায়নে দারিদ্র্য হ্রাসকরণ ও নিম্ন আয় কমিউনিটি উন্নয়নকরণ (LINIC) স্থায়ী কমিটির মাসিক সভা অনুষ্ঠান;
- ✓ সভার তারিখ, স্থান ও সম্ভাব্য আলোচ্য বিষয়সহ চিঠি তৈরি ও তা কমিটির সকল সদস্যের নিকট প্রেরণ;
- ✓ সভার আলোচ্য বিষয় উল্লেখসহ কার্যবিবরণী প্রস্তুত;
- ✓ নাম, পদবি উল্লেখপূর্বক সভাপতি, সদস্য ও দরিদ্র শ্রেণির প্রতিনিধিসহ সভায় অংশগ্রহণকারী প্রত্যেকের মতামত কার্যবিবরণীতে উল্লেখ;

- ✓ কার্যবিবরণী প্রকাশপূর্বক তা কমিটির সকল সদস্য এবং অংশগ্রহণকারী সদস্যদের নিকট এবং পিএমইউ-তে প্রেরণ (বিশেষত দরিদ্র শ্রেণির প্রতিনিধিদের এ বিষয়ে অবগতকরণ);
- ✓ পিডিপি-তে সংযোজিত প্র্যাপ-এর রূপরেখা অনুযায়ী প্রকল্প নির্দেশনা অনুসারে বিস্তারিত কার্যক্রম, অর্থ বরাদ্দ এবং দায়িত্ব বন্টনসহ বিস্তারিত প্র্যাপ প্রণয়ন;
- ✓ টিএলসিসি-এর অনুমোদন সাপেক্ষে তা চূড়ান্তকরণ;
- ✓ প্রকল্প ব্যবস্থাপনা অফিস (PMU)-এ প্রেরণ;
- ✓ প্র্যাপ বাস্তবায়নের জন্য প্রতি বছর পৌরসভা রাজস্ব তহবিল হতে প্রয়োজনীয় (কমপক্ষে ১%) অর্থ বরাদ্দ;
- ✓ বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যবহার করে নির্ধারিত সময় অনুযায়ী কার্যক্রম বাস্তবায়ন;
- ✓ টিএলসিসি-তে PRAP পর্যালোচনা;
- ✓ পিএমইউ কর্তৃক প্রদত্ত মনিটরিং ফরমেট পূরণ পূর্বক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পিএমইউ-তে প্রেরণ;
- ✓ PRAP বাস্তবায়ন বিষয়ক প্রতিবেদন নিয়মিতভাবে পৌরসভার ওয়েবসাইট-এ আপলোড করা।

৩. শহর সমন্বয় কমিটির (TLCC) ধারণা ও আইনগত ভিত্তি

TLCC (Town Level Coordination Cmmittee) বলতে শহর সমন্বয় কমিটিকে বোঝায়।

- ❖ স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন ২০০৯-এর ১১৫ নং ধারায় পৌরসভার সেবামূলক ও অন্যান্য কাজের বিষয়ে জনগণের মতামত ও অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে প্রতিটি পৌরসভায় টিএলসিসি গঠনের বিধান রাখা হয়েছে।
- ❖ বাংলাদেশ সরকারের স্থানীয় সরকার বিভাগ ২০১১ সালের ৯ মার্চ তারিখে ৪৬.০৬৩.০২২.০১.০০.০০১.২০১১-২৫৮ নং স্মারকে পৌরসভা ও ওয়ার্ড পর্যায়ে কমিটি গঠন ও পরিচালনার জন্য অফিস আদেশ জারি করে।
- ❖ উক্ত অফিস আদেশ মোতাবেক পৌরসভা পর্যায়ের কমিটিকে শহর সমন্বয় কমিটি (Town Level Coordination Committee: TLCC) এবং ওয়ার্ড পর্যায়ের কমিটিকে ওয়ার্ড কমিটি (Ward Committee: WC) নামকরণ করা হয়।

পৌরসভা পর্যায়ে শহর সমন্বয় কমিটির (TLCC) গুরুত্ব

১. পৌর পর্যায়ে জবাবদিহিতামূলক সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা।

২. পৌরসভার সেবামূলক কাজ ও অন্যন্য কাজে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

৩. পৌর উন্নয়ন পরিকল্পনা, বিনিয়োগ, বাজেট এবং সর্বোপরি পৌরসভার সার্বিক ব্যবস্থাপনায় নাগরিক সমাজে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

৪. পৌরসভার সক্ষমতা বৃদ্ধিতে কেন্দ্রীয় ফোরাম হিসেবে কাজ করা।

৫. পৌরসভা কার্যক্রম গতিশীল করা।

৬. পৌরকর ধার্য ও আদায়ে জনগণের মতামত ব্যক্ত করার সুযোগ সৃষ্টি করা।

৭. উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে জনগণের সুপারিশ, অংশগ্রহণ ও মতামত ব্যক্ত করার সুযোগ বৃদ্ধি করা।

৮. সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারী ও দরিদ্র মানুষের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা এবং সিদ্ধান্তসমূহ নারী ও দরিদ্রবান্ধব করা।

৯. পৌরসভা কর্মকাণ্ডের প্রতি সকল নাগরিকের আন্তরিকতা বৃদ্ধির পরিবেশ সৃষ্টি করা।

১০. সর্বোপরি পৌরসভার কর্মকাণ্ডে স্বচ্ছতা,জবাবদিহিতা ও জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

১১. পৌরসভার সকল কমিটির কার্যক্রম সফলভাবে পরিচালনা করার সুযোগ সৃষ্টি করা।

১২. জাতীয় ও আঞ্চলিক উন্নয়ন নীতিমালার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা।

শহর সমন্বয় কমিটির (TLCC) গঠন

১	মেয়র	চেয়ারপার্সন	
২	কাউন্সিলর (মেয়র কর্তৃক নির্ধারিত)	অনধিক ১২ জন	সদস্য
৩	সহযোগী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি (জেলা প্রশাসন, এলজিইডি, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, গণপূর্ত, সমাজসেবা, সমবায়, টিএন্ডটি)	০৮ জন	সদস্য
৪	পেশাজীবী প্রতিনিধি (শিক্ষা, সংস্কৃতি, আইনজীবী, ব্যবসায়ী, চিকিৎসক)	০৫ জন	সদস্য
৫	NGO (বেসরকারি সংস্থা) প্রতিনিধি	০৪ জন	সদস্য
৬	নাগরিক সমাজ	১২ জন	সদস্য
৭	**শহর দরিদ্র জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি**	০৭ জন	সদস্য
৮	**প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা/ পৌর নির্বাহী কর্মকর্তা**		**সদস্য-সচিব**

- টিএলসিসির মোট সদস্য সংখ্যা ৫০ জনের বেশি হবে না।

টিএলসিসি গঠনকালে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ অনুসরণ করতে হবে :

১. প্রতিটি ওয়ার্ড থেকে ০১-০৩ জন সদস্য মনোনীত করা;

২. কমপক্ষে মোট সদস্যের ৩ ভাগের ১ ভাগ (অর্থাৎ কমপক্ষে ১৭ জন) নারী সদস্য অন্তর্ভুক্ত করা।

৩. TLCC'র সদস্য চূড়ান্তভাবে নির্বাচনের পূর্বে সম্ভাব্য যোগ্য নাগরিকদের সাথে যোগাযোগ করে সদস্য পদে অন্তর্ভুক্তিতে তাদের আগ্রহ জানা; এবং

৪. প্রতিষ্ঠানের ভূমিকার গুরুত্ব বিবেচনায় রেখে সহযোগী প্রতিষ্ঠান চিহ্নিত করা।

৪. ওয়ার্ড কমিটি (ধারা-১৪)

স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন ২০০৯ সংশোধন ২০১০ এর ১৪ নং ধারায় পৌরসভার সেবামূলক ও অন্যান্য কাজের বিষয়ে জনগণের মতামত গ্রহণের উদ্দেশ্যে পৌরসভার ওয়ার্ড পর্যায়ে এ কমিটি (WC) গঠনের বিধান করা হয়েছে। পূর্বে এ কমিটির নাম ছিল WLCC (Ward Level Coordination Committee)। পরবর্তী সময়ে নিম্নলিখিত পরিপত্রের বলে তা WLCC'র পরিবর্তে WC বা Ward Committee নামে পরিচিত হয়।

পরিপত্র : ২০১২ সালে (বিধিমালা ২০১২, তারিখ ১৯ জুন ২০১২) এ কমিটির নাম পরিবর্তন করা হয়।

ওয়ার্ড কমিটি (ধারা-১৪)

১. পৌর এলাকার প্রত্যেক ওয়ার্ডে অনধিক দশ সদস্য লইয়া, পরিষদের অনুমোদন ক্রমে, ওয়ার্ড কমিটি গঠন করিতে হইবে এবং প্রতিটি ওয়ার্ডের নির্বাচিত কাউন্সিলর ঐ ওয়ার্ডের ওয়ার্ড কমিটির সভাপতি হইবেন।

২. মোট দশ সদস্যের মধ্যে ৪০% সদস্য মহিলা হইবেন, তবে এই ব্যবস্থা অধিকতর কার্যকর করিবার লক্ষ্যে প্রতিটি ওয়ার্ডের কার্য পর্যালোচনা পূর্বক পৌরসভা প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারিবে।

৩. ওয়ার্ড কমিটির কার্য পরিধি বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে এবং, বিধি না হওয়া পর্যন্ত, পৌরসভা সাধারণ আদেশ দ্বারা উহা নির্ধারণ করিয়া দিবে।

৪. অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে ওয়ার্ড কমিটির অন্যতম কাজ হইবে উন্মুক্ত সভার মাধ্যমে ওয়ার্ডের নাগরিকগণকে পৌরসভার উন্নয়ন ও প্রশাসনিক কর্মসূচিতে সম্পৃক্ত করা

৫. পৌরসভার মেয়াদকালীন সময়ের জন্য, পরবর্তী উত্তরাধিকারী দায়িত্ব গ্রহণ না করা পর্যন্ত ওয়ার্ড কমিটি কার্যকর থাকিবে।

ওয়ার্ড কমিটির (WC) গঠন কাঠামো

ক্রমিক নং	অংশগ্রহণকারী	কমিটিতে ভূমিকা
১.	সংশ্লিষ্ট কাউন্সিলর	সভাপতি
২.	ঐ ওয়ার্ডের (সংরক্ষিত আসন) মহিলা কাউন্সিলর	সহ-সভাপতি
৩.	**নগর দরিদ্র জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি- ০৩ জন**	সদস্য
৪.	নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি-০২ জন	সদস্য
৫.	পেশাজীবি সংগঠন- ০২ জন	সদস্য
৬.	সহকারী প্রকৌশলী/উপ-সহকারী প্রকৌশলী	সদস্য-সচিব

- **পদাধিকার বলে সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড কাউন্সিলর ও মহিলা ওয়ার্ড কাউন্সিলর কমিটির সদস্য হবেন।**
- **কমিটির মোট সদসের ৪০% সদস্য মহিলা হবেন।**

উল্লেখ্য, ওয়ার্ড কমিটির সদস্য সংখ্যা ১০ জনের বেশি হবে।

৫. পৌরসভা কর্তৃক স্থায়ী কমিটি গঠন (ধারা-৫৫)

পৌরসভা গঠিত হইবার পর প্রথম সভায় অথবা তৎপরবর্তী কোন সভায় কার্যপরিধি ও আড়াই বৎসর মেয়াদ নির্ধারণ করিয়া বিধি অনুযায়ী নিম্নবর্ণিত স্থায়ী কমিটি গঠন করিতে হইবে যথা :

ক) সংস্থাপন ও অর্থ;

খ) কর নিরূপণ ও আদায়;

গ) হিসাব ও নিরীক্ষা;

ঘ) নগর পরিকল্পনা, নাগরিক সেবা ও উন্নয়ন;

ঙ) আইন-শৃংখলা ও নিরাপত্তা;

চ) যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো;

ছ) মহিলা ও শিশু;

জ) মৎস্য ও পশু সম্পদ;

ঝ) তথ্য ও সংস্কৃতি; এবং

ঞ) বাজার মূল্য পর্যবেক্ষণ, মনিটরিং ও নিয়ন্ত্রণ।

পৌরসভা কর্তৃক স্থায়ী কমিটি গঠন (ধারা-৫৫)

প্রতিটি স্থায়ী কমিটিতে সর্বাধিক ৫ জন সদস্য থাকিবেন এবং উক্ত কমিটির সভাপতি ও সদস্যগণ পরিষদের সভায় কাউন্সিলরগণের মধ্য হইতে নির্বাচিত হইবেন।

তবে, শর্ত থাকে যে, মেয়র কোনো স্থায়ী কমিটির সভাপতি হইতে পারিবেন না; (স্মারক নং ৪৬.০৬৩.০২২.০১.০০.০০১.২০১২ (অংশ-৩) ০৭) তারিখ : ০২/০১/২০১৩ খ্রি তবে, আরো শর্ত থাকে যে, কোনো কাউন্সিলর পরিষদের সিদ্ধান্ত ব্যতীত একের অধিক কমিটির সভাপতি হইতে পারিবেন না।

- যে সকল পৌরসভার নির্বাচিত সদস্য সংখ্যার স্বল্পতাহেতু এই ধারায় প্রণীত সকল বিষয়ে পৃথক পৃথক স্থায়ী কমিটি কার্যকর করা সম্ভব হইবে না, সেই সকল পৌরসভার ক্ষেত্রে একাধিক বিষয়ে একটি স্থায়ী কমিটি গঠন করা যাইবে।
- **প্রতিটি স্থায়ী কমিটিতে অন্যূন শতকরা ৪০ ভাগ মহিলা সদস্য রাখা যাইবে।**

সভায় নাগরিকদের উপস্থিতি (ধারা ৫৭)

কোনো বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি বা কোনো নাগরিক বা নাগরিকবৃন্দ ইচ্ছা প্রকাশ করিলে তাহাদের আবেদনের প্রেক্ষিতে পরিষদ বা ইহার স্থায়ী কমিটি বা অন্য কোনো কমিটি সংশ্লিষ্ট সভায় উপস্থিত থাকিবার অনুমতি দিতে পারিবে এবং কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ে তাহাদের মতামত গ্রহণ করিয়া যথাযথ হইলে উক্ত মতামতের আলোকে সিদ্ধান্ত বা সুপারিশমালা গ্রহণ করিতে পারিবে।

নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (আইইউজিআইপি)-এর আওতাভুক্ত পৌরসভাসমূহের জন্য প্রণীত জেন্ডার সমতা ও সামাজিক অন্তর্ভুক্তি কর্মপরিকল্পনা (জিইএসআইএপি)

ক্রমিক		সূচক	সময়সীমা	দায়িত্ব	বাজেট
	কার্যক্রম	**PMU**-এর সাথে পরামর্শক্রমে পৌরসভার চাহিদা নমুনা অনুসারে জেন্ডার সমতা ও সামাজিক অন্তর্ভুক্তি কার্যক্রম-৩ জেন্ডার সংবেদনশীল পরিকল্পনা এবং তহবিল বরাদ্দ প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের অধীনে অন্যান্য নির্দিষ্ট সূচকগুলি সংযোগ করতে হবে		এখানে দায়িত্বশীল ব্যক্তি/ কমিটি (মেয়র, মহিলা ও শিশু বিষয়ক এবং দারিদ্র্য হ্রাসকরণ ও বস্তি উন্নয়ন কমিটি, TLCC, WC) উল্লেখ করতে হবে	
১	জেন্ডার-সংবেদনশীল অবকাঠামোসমূহের নিয়মিত পর্যবেক্ষণ এবং রক্ষণাবেক্ষণ (O & M) শক্তিশালীকরণ	i O & M প্ল্যানে জেন্ডার সংবেদনশীল অবকাঠামোসমূহের নিয়মিত পর্যবেক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণের বিধান নিশ্চিতকরণ ii O & M পরিকল্পনায় নারীদের কর্মসংস্থানের জন্য নির্দিষ্ট লক্ষ্য নির্ধারণ করা iii রক্ষণাবেক্ষণ (O & M) কাজে নারীর নিয়োগের লক্ষ্য অন্তত ৩০% iv.প্রতিবছর পৌরসভা বার্ষিক বাজেট জেন্ডার সংবেদনশীল (O & M)-এর জন্য বরাদ্দ অর্থ হতে কমপক্ষে ৫০% অর্থ ব্যয় করা (২য় বছর থেকে)	২০২৪ সাল থেকে শুরু হবে	PMU, PIU এবং স্থায়ী কমিটি STC	
২	নারী কাউন্সিলর এবং কর্মীদের জন্য নগর পরিচালন GESIAP নগওে সহনশীলতা এবং প্রযুক্তিগত দক্ষতা বৃদ্ধি কার্যক্রম পরিচালন	i. জেন্ডার সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ মডিউল এবং উপকরণ প্রস্তুত/ উন্নয়ন করা ii. অন্যূন ২০ জন স্টাফ (উপযোগী নারী স্টাফ ও পৌরসভার নারী কাউন্সিলরদের ৯০% এর অন্তর্ভুক্তিসহ) নগর পরিচালন, জেন্ডার সমতা ও সামাজিক অন্তর্ভুক্তি কর্মপরিকল্পনা (GESIAP) নগর সহনশীল এবং প্রযুক্তিগত বিষয়ে দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে বলে অবহিত করবে।	২০২৪ সাল থেকে শুরু হবে	PMU, PIU এবং স্থায়ী কমিটি STC	
৩	**জেন্ডার সংবেদনশীল পরিকল্পনা ও তহবিল বরাদ্দ প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ**				
	৩.১ নারীদের অর্থনৈতিক সক্ষমতার জন্য আয়বর্ধক/ কর্মসংস্থানমূলক প্রশিক্ষণ	১. ... জন নারীকে মোবাইল মেরামতের উপর প্রশিক্ষণ ১. .... জন ইচ্ছুক ও অভাবী নারীকে উক্ত প্রশিক্ষণের জন্য চিহ্নিত করা ২. প্রশিক্ষণের মান নিয়ন্ত্রণের জন্য শর্তাবলি প্রস্তুত ৩. প্রয়োজনে বেসরকারি প্রতিষ্ঠান/এনজিও-এর সাথে চুক্তি করা ৪. নির্ধারিত শর্তাবলির আলোকে প্রশিক্ষণের কার্যাবলি তদারকি করা ৫. শিক্ষানবিশকাল ৬৬ কর্মদিবস ৬. প্রশিক্ষণ চলাকালীন শিক্ষার্থীদের মাথাপিছু ২০০ টাকা/দিন ভাতার ব্যবস্থা করা	২০২৪-২০২৮	মেয়র, মহিলা ও শিশু বিষয়ক স্থায়ী কমিটি, পৌরসভা	ঐ

ক্রমিক		সূচক		সময়সীমা	দায়িত্ব	বাজেট
		২. ... জন নারীকে মটর ড্রাইভিং-এর উপর প্রশিক্ষণ	১. .... জন ইচ্ছুক ও অভাবী নারীকে উক্ত প্রশিক্ষণের জন্য চিহ্নিত করা ২. প্রশিক্ষণের মান নিয়ন্ত্রণের জন্য শর্তাবলি প্রস্তুত ৩. প্রয়োজনে বেসরকারি প্রতিষ্ঠান/এনজিও-এর সাথে চুক্তি করা ৪. নির্ধারিত শর্তাবলির আলোকে প্রশিক্ষণের কার্যাবলি তদারকি করা ৫. শিক্ষানবিশকাল ৬৬ কর্মদিবস ৬. প্রশিক্ষণ চলাকালীন শিক্ষার্থীদের মাথাপিছু ২০০ টাকা/দিন ভাতার ব্যবস্থা করা	২০২৪-২০২৮	মেয়র, মহিলা ও শিশু বিষয়ক স্থায়ী কমিটি, পৌরসভা	ঐ
		৩. ... জন নারীকে ই-কমার্সের (ফ্রিল্যান্সিং) উপর প্রশিক্ষণ	১. .... জন ইচ্ছুক ও অভাবী নারীকে উক্ত প্রশিক্ষণের জন্য চিহ্নিত করা ২. প্রশিক্ষণের মান নিয়ন্ত্রণের জন্য শর্তাবলি প্রস্তুত ৩. প্রয়োজনে বেসরকারি প্রতিষ্ঠান/এনজিও-এর সাথে চুক্তি করা ৪. নির্ধারিত শর্তাবলির আলোকে প্রশিক্ষণের কার্যাবলি তদারকি করা ৫. শিক্ষানবিশকাল ২২ কর্মদিবস ৬. প্রশিক্ষণ চলাকালীন শিক্ষার্থীদের মাথাপিছু ২০০ টাকা/দিন ভাতার ব্যবস্থা করা ৭. কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি	২০২৪-২০২৮	মেয়র, মহিলা ও শিশু বিষয়ক স্থায়ী কমিটি, পৌরসভা	ঐ
		৪. ... জন নারীকে ইলেকট্রিক ওয়্যারিং ও মেরামতের উপর প্রশিক্ষণ	১. .... জন ইচ্ছুক ও অভাবী নারীকে উক্ত প্রশিক্ষণের জন্য চিহ্নিত করা ২. প্রশিক্ষণের মান নিয়ন্ত্রণের জন্য শর্তাবলি প্রস্তুত ৩. প্রয়োজনে বেসরকারি প্রতিষ্ঠান/এনজিও-এর সাথে চুক্তি করা ৪. নির্ধারিত শর্তাবলির আলোকে প্রশিক্ষণের কার্যাবলি তদারকি করা ৫. শিক্ষানবিশকাল ৬৬ কর্মদিবস ৬. প্রশিক্ষণ চলাকালীন শিক্ষার্থীদের মাথাপিছু ২০০ টাকা/দিন ভাতার ব্যবস্থা করা	২০২৪-২●২৮	মেয়র, মহিলা ও শিশু বিষয়ক স্থায়ী কমিটি, পৌরসভা	ঐ
		৫. ... জন নারীকে প্লামবারিং-এর মেরামতের উপর প্রশিক্ষণ	১. .... জন ইচ্ছুক ও অভাবী নারীকে উক্ত প্রশিক্ষণের জন্য চিহ্নিত করা ২. প্রশিক্ষণের মান নিয়ন্ত্রণের জন্য শর্তাবলি প্রস্তুত ৩. প্রয়োজনে বেসরকারি প্রতিষ্ঠান/এনজিও-এর সাথে চুক্তি করা ৪. নির্ধারিত শর্তাবলির আলোকে প্রশিক্ষণের কার্যাবলি তদারকি করা ৫. শিক্ষানবিশকাল ৬৬ কর্মদিবস ৬. প্রশিক্ষণ চলাকালীন শিক্ষার্থীদের মাথাপিছু ২০০ টাকা/দিন ভাতার ব্যবস্থা করা ৭. কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি	২০২৪-২●২৮	মেয়র, মহিলা ও শিশু বিষয়ক স্থায়ী কমিটি, পৌরসভা	ঐ

ক্রমিক		সূচক		সময়সীমা	দায়িত্ব	বাজেট
		৬. ....জন নারীকে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ প্রদান	১. ... জন ইচ্ছুক ও অভাবী নারীকে উক্ত প্রশিক্ষণের জন্য চিহ্নিত করা ২. প্রশিক্ষণের মান নিয়ন্ত্রণের জন্য শর্তাবলি প্রস্তুত ৩. প্রয়োজনে সরকারি/বেসরকারি প্রতিষ্ঠান/এনজিও/কারিগর-এর সাথে চুক্তি করা ৪. নির্ধারিত শর্তাবলির আলোকে প্রশিক্ষণের কার্যাবলি তদারকি করা ৫. প্রশিক্ষণ চলাকালীন শিক্ষার্থীদের মাথাপিছু ২০০ টাকা/দিন ভাতার ব্যবস্থা করা ৫. শিক্ষানবিশকাল ২২ কর্মদিবস ৬. পৌরসভা থেকে স্বল্প পুঁজির ব্যবস্থা করা ৭. কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি	২০২৪ সাল থেকে শুরু হবে	PIU এবং স্থায়ী কমিটি STC	প্রতি অর্থবছরের রাজস্ব বাজেটের কমপক্ষে ১% বরাদ্দ রেখে তার বিভাজন করে এই কলামে বাজেট বরাদ্দ করতে হবে।
		৭. ....জন নারীকে মাশরুম চাষের উপর প্রশিক্ষণ	১. ...জন ইচ্ছুক ও অভাবী সক্ষম নারীকে উক্ত প্রশিক্ষণের জন্য চিহ্নিতকরণ ২. প্রশিক্ষণের মান নিয়ন্ত্রণের জন্য শর্তাবলি প্রস্তুত ৩. বিউটি পার্লারের সাথে চুক্তি ৪. নির্ধারিত শর্তাবলির আলোকে প্রশিক্ষণের কার্যাবলি তদারকি করা। ৫. শিক্ষানবিশকাল ৬৬ কর্মদিবস ৬. প্রশিক্ষণ চলাকালীন শিক্ষার্থীদের মাথাপিছু ২০০ টাকা/দিন ভাতার ব্যবস্থা করা	২০২৪-২০২৮	মেয়র, মহিলা ও শিশু বিষয়ক স্থায়ী কমিটি পৌরসভা	ঐ
		৮. ... জন নারীকে বিউটি পার্লারের উপর প্রশিক্ষণ	১. ...জন ইচ্ছুক ও অভাবী নারীকে উক্ত প্রশিক্ষণের জন্য চিহ্নিত করা ২. প্রশিক্ষণের মান নিয়ন্ত্রণের জন্য শর্তাবলি প্রস্তুত ৩. প্রয়োজনে সরকারি/বেসরকারি প্রতিষ্ঠান/এনজিও/ কারিগর-এর সাথে চুক্তি করা ৪. নির্ধারিত শর্তাবলির আলোকে প্রশিক্ষণের কার্যাবলি তদারকি করা ৫. প্রশিক্ষণ চলাকালীন শিক্ষার্থীদের মাথাপিছু ২০০ টাকা/দিন ভাতার ব্যবস্থা করা ৬. শিক্ষানবিশকাল ৬৬ কর্মদিবস (৩ মাসব্যাপী) ৭. ব্যবসা শুরু করার জন্য পৌরসভা থেকে স্বল্প পুঁজির ব্যবস্থা করা	২০২৪-২০২৮	মেয়র, মহিলা ও শিশু বিষয়ক স্থায়ী কমিটি, পৌরসভা	ঐ
		৯. ... জন নারীকে প্যাকেট/শপিংব্যাগ/ ঠোঙা বানানোর প্রশিক্ষণ	১. .... জন ইচ্ছুক ও অভাবী নারীকে উক্ত প্রশিক্ষণের জন্য চিহ্নিত করা ২. প্রশিক্ষণের মান নিয়ন্ত্রণের জন্য শর্তাবলি প্রস্তুত ৩. প্রয়োজনে বেসরকারি প্রতিষ্ঠান/এনজিও-এর সাথে চুক্তি করা ৪. নির্ধারিত শর্তাবলির আলোকে প্রশিক্ষণের কার্যাবলি তদারকি করা ৫. শিক্ষানবিশকাল ৬৬ কর্মদিবস ৬. প্রশিক্ষণ চলাকালীন শিক্ষার্থীদের মাথাপিছু ২০০ টাকা/দিন ভাতার ব্যবস্থা করা	২০২৪-২০২৮	মেয়র, মহিলা ও শিশু বিষয়ক স্থায়ী কমিটি, পৌরসভা	ঐ

ক্রমিক		সূচক		সময়সীমা	দায়িত্ব	বাজেট
		১০. ... জন নারীকে হাঁস-মুরগি ও গরু-ছাগল পালনের উপর প্রশিক্ষণ	১. ... জন ইচ্ছুক ও অভাবী নারীকে উক্ত প্রশিক্ষণের জন্য চিহ্নিত করা ২. প্রশিক্ষণের মান নিয়ন্ত্রণের জন্য শর্তাবলি প্রস্তুত ৩. প্রয়োজনে বেসরকারি প্রতিষ্ঠান/এনজিও-এর সাথে চুক্তি করা ৪. নির্ধারিত শর্তাবলির আলোকে প্রশিক্ষণের কার্যাবলি তদারকি করা ৫. শিক্ষানবিশকাল ৬৬ কর্মদিবস ৬. প্রশিক্ষণ চলাকালীন শিক্ষার্থীদের মাথাপিছু ২০০ টাকা/দিন ভাতার ব্যবস্থা করা ৭. প্রশিক্ষণে যারা ভালো করবে তাদের মেশিন প্রদান এবং স্বল্প পুঁজির ব্যবস্থা করা	২০২৪-২০২৮	মেয়র, মহিলা ও শিশু বিষয়ক স্থায়ী কমিটি, পৌরসভা	ঐ
		১১. .... জন নারীকে দর্জির কাজসহ বিভিন্ন সেলাই প্রশিক্ষণ	১. ... জন ইচ্ছুক ও অভাবী নারীকে উক্ত প্রশিক্ষণের জন্য চিহ্নিত করা ২. প্রশিক্ষণের মান নিয়ন্ত্রণের জন্য শর্তাবলি প্রস্তুত ৩. প্রয়োজনে বেসরকারি প্রতিষ্ঠান/এনজিও-এর সাথে চুক্তি করা ৪. নির্ধারিত শর্তাবলির আলোকে প্রশিক্ষণের কার্যাবলি তদারকি করা ৫. শিক্ষানবিশকাল ৬৬ কর্মদিবস ৬. প্রশিক্ষণ চলাকালীন শিক্ষার্থীদের মাথাপিছু ২০০ টাকা/দিন ভাতার ব্যবস্থা করা ৭. প্রশিক্ষণে যারা ভালো করবে তাদের মেশিন প্রদান এবং স্বল্প পুঁজির ব্যবস্থা করা।	২০২৪-২০২৮	মেয়র, মহিলা ও শিশু বিষয়ক স্থায়ী কমিটি, পৌরসভা	ঐ

*পৌরসভা স্থানীয় চাহিদা অনুযায়ী নূতন নূতন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়ন ও ফাঁকা ঘরগুলোতে কর্মসংস্থানের বিষয় উল্লেখ করতে পারে।

ক্রমিক		সূচক		সময়সীমা	দায়িত্ব	বাজেট
	৩.২ জেন্ডার সমতা ও সামাজিক অন্তর্ভুক্তি বিষয়ক প্রশিক্ষণ	১. পৌরসভার সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী, TLCC ও WC সকল স্ট্যান্ডিং কমিটির সদস্যদের জন্য জেন্ডার সমতা ও সামাজিক অন্তর্ভুক্তি বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধিকরণে প্রশিক্ষণ	১. স্থায়ী কমিটির সদস্যদের বিশেষ প্রশিক্ষণ ২. অন্যান্য কর্মকর্তা/কর্মচারী, TLCC, WC এবং সকল স্ট্যান্ডিং কমিটির সদস্যদের জেন্ডার সমতা ও সামাজিক অন্তর্ভুক্তি সচেতনতা বৃদ্ধিকরণে সাধারণ প্রশিক্ষণ	২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে কমপক্ষে একবার, এরপর প্রয়োজন অনুযায়ী	মেয়র, মহিলা ও শিশু বিষয়ক স্থায়ী কমিটি, পৌর পরিষদ	ঐ
	৩.৩ দরপত্র আহ্বানের দলিলে মূল শ্রমমান সম্বন্ধীয় একটি ধারা অন্তর্ভুক্তি করা। ওয়ার্ক অর্ডার প্রদানের সময় কন্ট্রাক্টরদের ধারা বাস্তবায়নের উপর অবহিত করা। ধারার মধ্যে জেন্ডার সমতা ও সামাজিক অন্তর্ভুক্তকরণ এবং মূল শ্রমমান অন্তর্ভুক্তি রাখা।	১. অবকাঠামো নির্মাণে অন্তত ২০% নারীশ্রমিক নিয়োগ	১. বিড ডকুমেন্টে জেন্ডার সমতা ও সামাজিক অন্তর্ভুক্তি বিষয়ক কোর লেবার স্ট্যান্ডার্ড সংযুক্তকরণ ২. অবকাঠামো নির্মাণের বিড ডকুমেন্টে নিম্নবর্ণিত শর্তসমূহ জুড়ে দেওয়া : (ক) অবকাঠামো নির্মাণে কমপক্ষে ২০% নারী শ্রমিক রাখতে হবে (খ) স্বাক্ষর/টিপসহি সহ নাম, লিঙ্গ, বয়স এবং দৈনিক মজুরির তথ্য সমৃদ্ধ শ্রমিকদের হাজিরা তালিকা তৈরি ও পৌরসভার নিকট হস্তান্তর অবশ্যই করতে হবে (গ) কন্ট্রাক্টরদের নারীদের জন্য টয়লেট ও পানির সু-ব্যবস্থা করতে হবে (ঘ) সমকাজের জন্য নারী ও পুরুষ শ্রমিকের সমান মজুরি নিশ্চিত করতে হবে (ঙ) সম্ভাব্য ক্ষেত্রে নারী সুপারভাইজার নিয়োগ (চ) পেশাগত নিরাপত্তা ও নারীশ্রমিকদের প্রদানকৃত সুবিধাদি সম্পর্কে নারীসহ সকল নির্মাণ শ্রমিককে অবহিত করতে হবে এবং এর প্রমাণস্বরূপ অবহিতকরণের ব্যানারসহ ছবি তুলে/ভিডিও করে সফটকপি/হার্ডকপি পৌরসভার কাছে জমা দিতে হবে ৩. সকল কন্ট্রাক্টরকে এ সকল বিষয়ে অবহিতকরণ ৪. মহিলা ও শিশু বিষয়ক স্থায়ী কমিটি কর্তৃক নির্মাণ কাজ পরিদর্শন এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ	অবকাঠামো নির্মাণের সময়	মেয়র, প্রকৌশল বিভাগ, মহিলা ও শিশু বিষয়ক স্থায়ী কমিটি	ঐ
	৩.৪ নারীবান্ধব অবকাঠামো	১. অবকাঠামোর স্থান নির্বাচন এবং ডিজাইনে নারীদের অংশগ্রহণ	অবকাঠামোর পরিকল্পনা ও স্থান নির্বাচনে অন্তত ৩০% নারীর মতামত নেওয়া	জুলাই ২০২৩ থেকে চলমান	মেয়র, প্রকৌশল বিভাগ, মহিলা ও শিশু বিষয়ক স্থায়ী কমিটি	-
		নারী কাউন্সিলর ও নারী স্টাফদের জন্য পৃথক টয়লেটের ব্যবস্থা	পৌরসভার নারী স্টাফ ও কাউন্সিলরদের জন্য যথাযথ স্থানে নারী টয়লেট বরাদ্দকরণ ও এর যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিতকরণ	জুলাই ২০২৩ থেকে চলমান	মেয়র, প্রকৌশল বিভাগ, মহিলা ও শিশু বিষয়ক স্থায়ী কমিটি	-

ক্রমিক		সূচক		সময়সীমা	দায়িত্ব	বাজেট
		৩. পৌরসভায় সেবা নিতে আগত নারীদের সহজ সেবাপ্রাপ্তি নিশ্চিত করতে নারী সেকশন স্থাপন	১. পৌরসভায় সেবা নিতে আগত নারীদের সহজ সেবাপ্রাপ্তি নিশ্চিত করতে নারী সেকশন স্থাপন ২. নারী সেকশনে নারী স্টাফ নিয়োজিতকরণ ৩. রেজিস্টার পরিচালনার মাধ্যমে যথাযথভাবে সেবা প্রদান	জুলাই ২০২৪ থেকে চলমান	মেয়র, মহিলা ও শিশু বিষয়ক স্থায়ী কমিটি, পৌর পরিষদ	-
		৪. বাস টার্মিনালে নারী যাত্রী ছাউনি, বসার স্থান টয়লেট সুবিধা নির্মাণ/রাখা	১. নারীদের অংশগ্রহণে ডিজাইন তৈরি ও প্রাক্কলন করা ২. ডিজাইন অনুযায়ী বাস্তবায়ন ৩. এর যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ	২০২৪-২০২৮	মেয়র, প্রকৌশল বিভাগ, মহিলা ও শিশু বিষয়ক স্থায়ী কমিটি, পৌর পরিষদ	-
		৫. পৌর মার্কেটে নারীদের জন্য পৃথক টয়লেট-এর ব্যবস্থা/ নির্মাণ	১. পৌরমার্কেটে নারীদের জন্য পৃথক টয়লেটের ব্যবস্থা করা ২. নারী কেয়ারটেকার নিয়োগ ৩. টয়লেটের ব্যবহারোপযোগিতা নিশ্চিতকরণ	মার্কেটের নকশা প্রণয়নের সময় থেকে চলমান	মেয়র, প্রকৌশল বিভাগ, মহিলা ও শিশু বিষয়ক এবং বাজার মূল্য পর্যবেক্ষণ, মনিটরিং ও নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক স্থায়ী কমিটি	প্রতি অর্থবছরের রাজস্ব বাজেটের কমপক্ষে ১% বরাদ্দ রেখে তার বিভাজন করে এই কলামে বাজেট বরাদ্দ করতে হবে। এই বিভাজিত বাজেটের ভিত্তিতে বার্ষিক এবং ত্রৈমাসিক জেন্ডার সমতা ও সামাজিক অন্তর্ভুক্তি কর্মপরিকল্পনা (GESIAP) প্রস্তুত ও বাস্তবায়ন করতে হবে।
		৬. নারীবান্ধব পৌরপার্ক	১. পৌরপার্কে নারীদের জন্য পৃথক টয়লেটের ব্যবস্থা ২. পৌরপার্কে নারীদের জন্য নিরাপদ বসার স্থানের ব্যবস্থা ৩. নারীদের নিরাপত্তার জন্য পৌরপার্কে পর্যাপ্ত আলো বাতাসের ব্যবস্থা রাখা	পৌরপার্ক মেরামত/ নির্মাণ সময় থেকে চলমান	মেয়র, প্রকৌশল বিভাগ, মহিলা ও শিশু বিষয়ক স্থায়ী কমিটি, পৌরসভা	ঐ

ক্রমিক		সূচক		সময়সীমা	দায়িত্ব	বাজেট
	৩.৫ নারী নির্যাতনের বিষয়ে তথ্য রেকর্ডকরণ ও ব্যবস্থা গ্রহণ	১. পৌর এলাকায় নারী নির্যাতন সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ ও রেকর্ডকরণ ২. নারী নির্যাতন প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ ৩. তথ্যাবলি PMU-তে প্রেরণ	১. পৌর সালিশ বোর্ড পৌরসভায় আনীত অভিযোগ এবং নারী নির্যাতন বিষয়ে আইনি সহায়তা, তথ্য রেকর্ডকরণ ও ব্যবস্থা গ্রহণ ২. এ সম্পর্কিত তথ্যাবলি ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে IUGIP এর PMU-তে প্রেরণ	জুলাই ২০২৪ থেকে চলমান	মেয়র, পৌর সালিশ বোর্ড, নারী ও শিশু বিষয়ক এবং নারী নির্যাতন প্রতিরোধ বিষয়ক স্থায়ী কমিটি, পৌরসভার সচিব	ঐ
	৩.৬ অসহায় ও দুস্থ নারীদের জন্য আইনি পরামর্শ কেন্দ্র স্থাপন; অসহায় ও দুস্থ নারীদের স্বাস্থ্যসেবা প্রদান	১. সমাজের বিভিন্ন স্তরে নারী নির্যাতন প্রতিরোধের জন্য সার্বিকভাবে আইনি পরামর্শ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ ২. নারী নির্যাতন প্রতিরোধ সেল গঠন। ৩. অসহায় ও দুস্থ নারীদের বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ	১) সামাজিকভাবে নির্যাতিত নারীদের সামাজিক নিরাপত্তা এবং প্রশাসনের সহায়তায় জনবহুল এলাকাগুলিতে মহিলা পুলিশ দিয়ে নারীদের নিরাপত্তার জন্য সহযোগিতা করা। ২) জেলা লিগ্যাল এইড কমিটির সহায়তার জন্য যোগাযোগে সহযোগিতা করা ৩) পৌরসভার নারী কাউন্সিলরদের সমন্বয়ে একটি প্রতিরোধ সেল গঠন যা নির্যাতিত নারীদের প্রাথমিকভাবে সহযোগিতা প্রদান করবে। ৪) পৌরসভার কর্তব্যরত ডাক্তার দ্বারা সপ্তাহে একদিন দুস্থ মহিলা ও শিশুদের বিনামূল্যে স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা।	জুলাই ২০২৪ থেকে চলমান	মেয়র, মহিলা ও শিশু বিষয়ক স্থায়ী কমিটি, পৌরস্বাস্থ্য শাখা পৌরসভা	ঐ
	৩.৭ প্রশিক্ষণে নারীদের অগ্রাধিকার প্রদান ও গুরুত্ব	পৌরসভার নারী স্টাফসহ TLCC, WC নারী সদস্যদের প্রাধান্য দেওয়া	১) বিভিন্ন প্রশিক্ষণে পৌরসভার নারী স্টাফসহ TLCC, WC নারী সদস্যদের প্রাধান্য দেওয়া ২) সকল নারী স্টাফের প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করা ৩) এর মনিটরিং	জুলাই ২০২৪ থেকে চলমান	মেয়র, পৌর পরিষদ, মহিলা ও শিশু বিষয়ক স্থায়ী কমিটি	প্রযোজ্য নয়
	৩.৮ পৌরসভার স্টাফ নিয়োগের সময় নারীদের অগ্রাধিকার	পৌরসভার স্টাফ নিয়োগের সময় নারীদের অগ্রাধিকার প্রদান	১) স্টাফ নিয়োগের সময় পর্যাপ্ত সময় হাতে রেখে বিজ্ঞাপন দেওয়া যাতে নারীরা আবেদন করার জন্য পর্যাপ্ত সময় পান ২) স্টাফ নিয়োগের ক্ষেত্রে নারীদের অগ্রাধিকার প্রদানে মনিটরিং	জুলাই ২০২৪ থেকে চলমান	মেয়র, পৌর পরিষদ, মহিলা ও শিশু বিষয়ক স্থায়ী কমিটি	-
	৩.৯ নাগরিক সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য উঠান বৈঠক অনুষ্ঠান	১. ইউজিআপ, স্বাস্থ্য, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা এবং নানা সামাজিক বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য প্রতি তিন মাসে ৯টি ওয়ার্ডে কমপক্ষে ১টি করে মোট ৯টি উঠান বৈঠক অনুষ্ঠান	১) নারী কাউন্সিলরদের নের্তৃত্বে উঠান বৈঠক করা, ২) এলাকার চাহিদার ভিত্তিতে ইউজিআপ, স্বাস্থ্য, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা এবং নানা সামাজিক বিষয়ের মধ্য থেকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিষয় নির্বাচন ৩) উঠান বৈঠকের সময় নির্ধারণ করে অংশগ্রহণকারীদের জানানো ৪) যথযথভাবে উঠান বৈঠক সম্পন্নকরন ৫) রেজুলেশন প্রস্তুতপূর্বক অংশগ্রহণকারীদের স্বাক্ষর/ টিপসইসহ তালিকা ও ছবিসহ পিএমইউতে প্রেরণ	২০২৪ থেকে চলমান	মেয়র, মহিলা ও শিশু বিষয়ক স্থায়ী কমিটি	ঐ

ক্রমিক		সূচক	সময়সীমা	দায়িত্ব	বাজেট
৪	**লক্ষ্যভুক্ত নিম্নআয়ের কমিউনিটির নারীদের কমিউনিটি অবকাঠামো পরিকল্পনায় চাহিদা নির্ধারণ ও ব্যবস্থাপনায় অন্তর্ভুক্তি ও তাদের নেতৃত্ব নিশ্চিতকরণ**	i **কমপক্ষে ৫০% নারীর প্রতিনিধিত্বে নিম্ন আয় এলাকা উন্নয়ন কমিটি (LINIC) গঠন**	অগাষ্ট ২০২৪	PMU, PIU এবং স্থায়ী কমিটি PR&SI	
		ii. ১০০% LINIC (Low Income Neighborhood Improvement Committee) নারী সভাপতিত্বে (Chair) অথবা নারী সহ-সভাপতিত্বে (Co-chair) গঠন			
		iii. নারী পরিচালিত LINIC-এর মাধ্যমে LINI (Low Income Neighborhood Improvement) প্রকল্প বাস্তবায়িত (অবকাঠামো পরিকল্পনা অবকাঠামো নির্ধারণ, নির্মাণ এবং রক্ষণাবেক্ষণ) করা			
৫	পৌরসভার জলবায়ু সহনশীল সামাজিক অন্তর্ভুক্তিমুলক উন্মুক্ত জনস্থান সম্পর্কে অবহিত	i. LGED কর্তৃক জলবায়ু সহনশীল সামাজিক অন্তর্ভুক্তমুলক উন্মুক্ত জনস্থান সম্পর্কিত গাইডলাইন বিষয়ে পৌরসভার মেয়র, নারী কাউন্সিলরসহ সকল কাউন্সিলর এবং সংশ্লিষ্ট স্টাফদের জন্য অবহিতকরণ অনুষ্ঠান আয়োজন		PMU, PIU	
৬	নির্মিতব্য অবকাঠামোর স্থান ও ধরন নির্ধারণে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ	i. নগর সমন্বয় কমিটির মাধ্যমে অবকাঠামোর স্থান ও ধরন নির্ধারণে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ (লক্ষ্য৩০%)	২০২৪ সাল থেকে শুরু হবে	PIU এবং স্থায়ী কমিটি	
৭	লক্ষ্যভুক্ত পৌরসভায় জেন্ডার সমতা ও সামাজিক অন্তর্ভুক্তিমূলক অবকাঠামো এবং সুবিধাসমূহ নিশ্চিতকরণ	i. জেন্ডার সংবেদনশীলতা নিরাপত্তা, অন্তর্ভুক্তির বিষয় এবং সহজগম্যতা বিষয়ক সূচক পূরণপূর্বক রাস্তা/কমিউনিটি সুবিধাসমূহ উন্মুক্ত জনস্থান পূর্ণসংস্কার অথবা নির্মাণ		PIU এবং স্থায়ী কমিটি	
৮	সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ	i. অন্যূন ৪০% নারী ও ২ জন দরিদ্র শ্রেণির প্রতিনিধির সমন্বয়ে ওয়ার্ড কমিটি গঠন	২০২৪ সাল থেকে শুরু হবে	PMU, PIU এবং স্থায়ী কমিটি	
		ii. অন্যূন ৩৩% নারী ও ৭ জন দরিদ্র শ্রেণির প্রতিনিধির সমন্বয়ে নগর সমন্বয় কমিটি গঠন			
		iii. অন্যূন ৪০% নারীর সমন্বয়ে মহিলা ও শিশু বিষয়ক স্থায়ী কমিটি গঠন, পৌরসভার রাজস্ব বাজেট থেকে তহবিল বরাদ্দের মাধ্যমে কার্যকরভাবে কমিটি পরিচালন			
		iv. অন্যূন ৪০% নারীর ও ২ জন দরিদ্র শ্রেণির প্রতিনিধির সমন্বয়ে দারিদ্র্য নিরসন ও বস্তি উন্নয়ন বিষয়ক স্থায়ী কমিটি গঠন, কার্যকরভাবে কমিটি পরিচালন			
		V. রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থপনা কমিটিতে অন্যূন ৪০% নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ			
		vi. নারী ওয়ার্ড কাউন্সিলরদের জেন্ডার সংবেদনশীল দায়িত্বাবলি বিষয়ে দায়িত্ব প্রদান			
৯	পৌরসভার রাজস্ব থেকে তহবিল বরাদ্দ পূর্বক দারিদ্র্য হ্রাসকরণ কর্মপরিকল্পনা (PRAP) প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন	i. নির্দিষ্ট সূচক/ নিয়ামক ও যথাযথ বাজেটসহ পৌরসভা নির্ধারিত PRAP প্রণয়ন এবং TLCC কর্তৃক অনুমোদন	২০২৪ সাল থেকে শুরু হবে	PIU এবং স্থায়ী কমিটি PR&SI	
		ii. পৌরসভার চাহিদা নির্ভর PRAP-এ চাহিদাভিত্তিক কার্যক্রম এবং অবকাঠামো, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা সহায়তা এবং সচেতনতামূলক কর্মসূচি			
		iii তহবিল ব্যবস্থা বাস্তবায়নের জন্য পৌরসভার রাজস্ব বাজেটের কমপক্ষে ১% তহবিল বরাদ্দ			
		iv পৌরসভার বরাদ্দকৃত তহবিল থেকে কমপক্ষে ৫০% PRAP বাস্তবায়নের জন্য ব্যবহার			

ক্রমিক		সূচক	সময়সীমা	দায়িত্ব	বাজেট
১০	নিম্নআয়ের এলাকার মধ্যে/টেকসই/সহনশীল জীবিকা দক্ষতা বৃদ্ধি	i. নিম্নআয়ের এলাকার জন্য সহনশীল জীবিকা দক্ষতা বৃদ্ধি প্রশিক্ষণ আয়োজন	২০২৫ সাল থেকে শুরু হবে	PIU এবং স্থায়ী কমিটি PR&SI	
		ii কমপক্ষে. নিম্নআয়ের এলাকার ১০০ জন অধিবাসীকে সহনশীল জীবিকা দক্ষতা বৃদ্ধি পাওয়া বিষয়ে অবহিতকরণ			
১১	সকল নাগরিক সনদে নারী ও শিশু বিষয়ক স্থায়ী কমিটি এবং দারিদ্র্য হ্রাসকরণ ও বস্তি উন্নয়ন বিষয়ক স্থায়ী কমিটির তথ্য সন্নিবেশনের বিষয়টি নিশ্চিতকরণ	i. সকল নাগরিক সনদে মহিলা ও শিশু বিষয়ক এবং দারিদ্র্য হ্রাসকরণ ও বস্তি উন্নয়ন কমিটির এবং পৌরসভার সেবাসমূহের তথ্য সন্নিবেশকরণ	২০২৪ সাল থেকে শুরু হবে	PIU এবং স্থায়ী কমিটি	
১২	জেন্ডার সমতা ও সামাজিক অন্তর্ভুক্তি কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন বিষয়ে ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রস্তুত ও উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার নিকট প্রেরণ	PIU কর্তৃক জেন্ডার সমতা ও সামাজিক অন্তর্ভুক্তি কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন বিষয়ক ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রস্তুত এবং PMU-তে প্রেরণ	২০২৪ সাল থেকে শুরু হবে	PMU, PIU এবং স্থায়ী কমিটি	
		PIU কর্তৃক প্রেরিত রিপোর্টের ভিত্তিতে PMU কর্তৃক জেন্ডার সমতা ও সামাজিক অন্তর্ভুক্তি কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন বিষয় ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রস্তুত এবং ADB-তে প্রেরণ			

নোট :

নোট :

যোগাযোগ :
নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (আইইউজিআইপি)
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি)
লেভেল-১২, এলজিইডি সদর দপ্তর
শেরে-ই-বাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ০২-৪৪৮২৬১৭৭; ওয়েবসাইট : www.iugip-lged.org